ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 May 2019 ■ আগরতলা, ২৩ মে, ২০১৯ ইং ■ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ সেই মহালগ্ন দেশের ভাগ্য কার হাতে

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.)।। বৃহস্পতিবার সেই মহালগ্ন। লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা। দেশের ভাগ্য কার হাতে যাবে তা প্রকাশ্যে আসবে। সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান হবে। প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন- এসব প্রশ্নের জবাব মিলবে। যদিও বুথ ফেরত সমীক্ষা শাসক দলের প্রত্যাবর্তনকেই ইঙ্গিত দিয়েছে। অন্যদিকে, বিরোধী শিবির অবশ্য পরিবর্তনের পক্ষেই সওয়াল করেছে।

এদিকে, ১৭তম লোকসভা নির্বাচনের গণনাকে কেন্দ্র করে ইতমধ্যে দেশ জুড়ে কড়া সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্ট্রং রুম এবং ভোটগণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দেশের সবকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশিকা পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি হতে পারে সেই আশঙ্কা করেই কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই নির্দেশিকা বলে জানা গিয়েছে। এই মর্মে সবকটি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সবকটি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা এবং পরিস্থিতি যাতে শান্ত থাকে সেই দিকে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তৎপর হতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১১ এপ্রিল থেকে ১৯ মে পর্যন্ত সাত দফা ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৮০৪৯ প্রার্থী। দেশের প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা। আগামী পাঁচ বছর দেশের ভাগ্য কোনও রাজনৈতিক দল ঠিক করবে তা নির্ধারিত হবে বৃহস্পতিবার। বিহারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহা রক্তস্রোত বইয়ে দেওয়ার হুমকি একদিন পরই এই নির্দেশিকা পাঠানো হল। উপেন্দ্রর পাল্টা রামবিলাস পাসোয়ানও দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ভোট গণনা কেন্দ্রগুলিতেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেও বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। এই নির্দেশিকার পরই আরও কড়া করা হয়েছে স্ট্রং রুম গুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা।

এদিকে, পরাজয় নিশ্চিত, তাই এক্সিট পোলের পরে ইভিএমের উপর দায় চাপাচ্ছে বিরোধীরা। বুধবার এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভরেকর।বুধবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, হার নিশ্চিত বুঝতে পেরে পরাজয় কারণ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে বিরোধী দলগুলি। রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, আর কিছুই নয়।

সম্প্রতি ইভিএম নিয়ে ২১টি অবিজেপি দলগুলি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছিল। বিরোধী দলগুলির এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, ইভিএম একটি যন্ত্র। তা কখনই কারসাজি করা যায় না। ইভিএম হ্যাক করা যায় কিনা তা নিয়ে আগেই পরীক্ষা করে দেখেছে কমিশন। ইভিএম যন্ত্র ত্রুটিহীন। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে যখন কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল, তখন কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। কিন্তু এক্সিট পোলে মোদী সরকার আসার পূর্বাভাস পেয়ে ইভিএমের উপর দায় চাপানো শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০০৪ সালে ইভিএমের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়, সেবার ক্ষমতায় এসেছিল ইউপিএ সরকার। ২০০৯ সালেও তার পুনরাবৃত্তি হয়। কংগ্রেস সহ বিরোধীরা জিতলে ইভিএম যন্ত্র ভাল।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয় দত্ত হত্যা মামলায় ধৃত দু'জন জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জয় দত্ত রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও অপর একজন এখনও পলাতক। ধৃত দুজনকে পুলিশ রিমাণ্ড শেষে বুধবার আদালতে তোলা হলে আদালত থেকে তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাজধানী নেতাজী চৌমুহনীর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জয় দত্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুজনকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল আদালত। তারা হল- জয়দ্বীপ পাল ও সাগ্নিক চক্রবর্তী। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ। সাত দিনের পুলিশ রিমাণ্ডের আবেদন জানিয়েছিল আদালতে। আদালত তাদের চার দিনের পুলিশ রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিল। চার দিনের পুলিশ রিমাণ্ড শেষে বুধবার পুনরায় তাদের আদালতে তোলা হয়। পুলিশ আবারও তাঁদেরকে চারদিনের পুলিশ রিমাণ্ডের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। আদালত পুলিশ রিমাণ্ডের আবেদন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরচন্দ্র মনু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবৈধ গর্ভপাত, চিকিৎসককে হাতেনাতে ধরলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, থানায় মামলা

বুধবার বীরচন্দ্র মনু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভপাত করানোর সময় চিকিৎসককে ধরে ফেলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনায় হাতেনাতে ধরেছেন ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। দক্ষিণ জেলার বীরচন্দ্র মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাঃ অজয় বিশ্বাস দুই মহিলাকে গর্ভপাত করানোর সময় তিনি ধরা পড়েছেন। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের পেছনে একটি পরিত্যক্ত কূয়ো থেকে প্রচুর ভ্রূণ এবং সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন জানিয়েছেন, সামান্য কিছু টাকার জন্য অবৈধভাবে গর্ভপাত করছিলেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস। তিনি গত আড়াই বছরে গর্ভপাত করে কয়েক হাজার শিশু হত্যা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

বীরচন্দ্র মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গর্ভপাত করানো হচ্ছে, এমন অভিযোগ ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন জানিয়েছেন, স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ডাঃ অজয় বিশ্বাসকে গর্ভপাত করাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথায়, আজ সকালে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাই বীরচন্দ্রমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভপাত হবে। সেই খবর পেয়েই স্বাস্থ্য সচিব সমরজিৎ ভৌমিক এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ জে কে দেববর্মাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা দেই। যাওয়ার সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ এস কে চাকমাকেও সেখানে যাওয়ার জন্য খবর পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, গোপনীয়তা বজায় রেখে ওই হাসপাতাল অভিযান চালানো হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দুই জন মহিলাকে গর্ভপাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল, তা ধরে ফেলি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, আমাদের অভিযান আঁচ করতে পেরে দুই মহিলাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস। কিন্তু, আমাদের নজর এড়াতে পারেননি। তাঁর দাবি, দুই মহিলাকে আজ গর্ভপাত করা হচ্ছে, রেজিস্ট্রারে এমন কোন রেকর্ড ছিল না। শুধু তাই নয়, জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত রেজিস্ট্রারে মাত্র ১৫টি গর্ভপাতের রেকর্ড রয়েছে। অথচ, অভিযোগ উঠেছে প্রতিদিন ৩-৪টি গর্ভপাত হচ্ছে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মোটা টাকার বিনিময়ে এধরনের অবৈধ কাজ করছিলেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী আজ আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পেছনে একটি পরিত্যক্ত কূয়োতে প্রচুর ভ্রূণ এবং সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ রয়েছে বলে হদিশ মিলেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তব্য, গর্ভস্থ সন্তান ৭-৮ মাস বয়স, এমন ক্ষেত্রেও গর্ভপাত করানো হচ্ছে। কখনো প্রসবের আগেই শিশুটিকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, প্রসব হওয়ার পর মেরে ফেলা হচ্ছে। তাছাড়া, কন্যা ভ্রূণ গর্ভপাত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দাবি, এর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ছেলের হাতে বাবা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। নিজের সন্তানের হাতে মর্মান্তিক খুন হয়েছেন বাবা। ঘটনাটি বুধবার সকালে ঘটেছে কৈলাসহর মহকুমার গোলকপুর ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি ভিলেজ)-এর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মূলবস্তি এলাকায়।ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে জমি বিক্রিকে কেন্দ্র বাবা বকুল মুণ্ডার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া বাঁধে ছেলে সঞ্জয়ের। সে সময় আচমকা গাছের একটি ডাল দিয়ে উপর্যুপরি ঘা বসাতে থাকে বাবার মাথায়। সঞ্জয়ের হাত থেকে বাবাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে বোন। তার মাথায়ও ডাল দিয়ে ঘা বসিয়ে দেয় সঞ্জয় মুণ্ডা। সঞ্জয়ের বেধড়ক আঘাতে রক্তাক্ত বাবা ও বোন মাটিতে লুটে পড়ে। বাবা ও বোনের মৃত্যু হয়েছে ভেবে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সঞ্জয়। ইত্যবসরে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বকুল মুণ্ডা ও তার মেয়েকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে ডাক্তার সঞ্জয়ের বাবা বকুলকে মৃত বলে ঘোষণা করে আহত বোনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভরতি করেন।

এদিকে খবর পেয়ে আসে পুলিশের এক দল। তারা প্রাথমিক তদন্ত করে জানান, জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। পুলিশ অভিযুক্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম আসনে সমস্ত বুথে পুনর্ভোটের সিপিএমের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে সমস্ত বুথে পুনর্ভোটের সিপিএমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ এই রায় দিয়েছেন।

গত ১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে নির্বাচনের পর থেকেই ভোট কারচুপি এবং রিগিংয়ের অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। তারা ৪৭৬টি বুথেপুনর্ভোটের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে ছয় শতাধিক বুথে ভোট কারচুপির অভিযোগ আনে সিপিএম। তাই, তারা ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে সমস্ত পুনর্ভোটের দাবি জানিয়েছিল।

এই দাবিতে, সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একাধিকবার নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু, কমিশন সিপিএমের দাবি শুনেনি। বরং ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ১৬৮টি বুথে পুনর্ভোটের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে সমস্ত বুথে পুনর্ভোটে চেয়ে আবেদন জমা দেয় সিপিএম। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট তাদের ত্রিপুরা হাইকোর্টে আবেদন জানানোর নির্দেশ দেয়।

সে মোতাবেক ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত ত্রিপুরা হাইকোর্টে পুনর্ভোটের আবেদন জানান। গতকাল ত্রিপুরা হাইকোর্টে এই মামলায় শুনানি হয়েছিল। কিন্তু উচ্চ আদালত কোন রায় ঘোষণা দেয়নি। আজ উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ পুনর্ভোটের আবেদন খারিজ করে দেন। তাতে, ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার চিন্তাভাবনা করবেন বলে জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ।

আনন্দনগরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। আবারও মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা শহরতলীর শ্রীনগর থানার অধীন সাত নম্বর জলা এলাকায়। আনন্দনগরের ওই এলাকায় সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম নিখিল তাঁতি। বয়স বত্রিশ। বাবর নাম সুরেন্দ্র তাঁতি। বাড়ি ওড়িয়া পাড়া। জানা গিয়েছে বুধবার সকাল পাঁচটা নাগাদ এলাকার লোকজন দেখতে পায় একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় শ্রীনগর থানার পুলিশকে। পুলিশ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে নেশা সামগ্রীসহ গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। উত্তর জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর মহকুমার কাঞ্চনপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে নেশাদ্রব্য-সহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। কাঞ্চনপুর বাজারের দক্ষিণে শহরতলি এলাকায় বুধবার অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১,৫১২টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ২০টি হেরোইনের কৌটা, দুটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের নাম বিমলাংশু পাল এবং সূর্য দেব বলে অভিযানকারী দলের অন্যতম সদস্য এসআই রামকৃষ্ণ দাস জানান। তিনি জানান, অভিযান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পাঁচ আধিকারিককে জেলা অভিভাবকের দায়িত্ব দিল বিদ্যুৎ নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ নিগমের শীর্ষ পদাধিকারীদের জেলা অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের পাঁচ আধিকারিককে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করবেন।

সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক বিজ্ঞপ্তি জানি করে জানিয়েছেন, এখন থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আরও উন্নতি আনতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নিগমের পাঁচ আধিকারিকদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জানা গেছে, ধলাই এবং খোয়াই জেলার দায়িত্বে ডিরেক্টর ট্যাকনিকেল এস কে সিং, পশ্চিম ও সিপাহীজলার দায়িত্বে ডিরেক্টর ফিনান্স অর্ণব চক্রবর্তী, মোগতি ও দক্ষিণ জেলার দায়িত্বে জেনেরাল ম্যানেজার টেকনিক্যাল নরেশ চন্দ্র দাস, উত্তর ও ঊনকোটি জেলার দায়িত্ব এডিশনাল জেনেরাল ম্যানেজার কনক লাল দাস এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের জন্য এডিশনাল জেনেরাল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া, সংস্কার, বিল সংগ্রহ, হুক লাইনের বিরুদ্ধে অভিযান এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ নজর দেবে ওই আধিকারিকরা। বিভিন্ন সময় ঝড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্থ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই আধিকারিকরা জেলাভিত্তিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবেন। তাছাড়া, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন এবং বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহের বিষয়টি দেখবেন ওি আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, নিজ নিজ জেলাতে প্রত্যোক বিদ্যুৎ অফিস, সাব স্টেশনগুলিতে প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করতে হবে তাঁদের। পাশাপাশি, কোন সংস্কার কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্দোবস্থ করার দায়িত্বও তাদের।

অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে আগরতলার শপিং মল নার্সিং হোম সহ তেরটি সংস্থাকে নোটিশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরে যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নার্সিং হোক, শপিং মল সহ অন্যান্য সংস্থায় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে হাইকোর্ট। ১৩টি সংস্থাকে আগামী ৭দিনের মধ্যে এব্যাপারে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সন্তোষজনক জবাব না পেলে ঐসব সংস্থাগুলির ঝাঁপ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন শহরে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী আগরতলা শহরেও অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত উচ্চ আদালত। উচ্চ আদালত এব্যাপারে একটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রহণ করে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান নার্সিং হোম, শোরুম, হোটেল সহ অন্যান্য শপিংমল গুলিতে সঠিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে আদালতে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার জন্য। আদালতের নির্দেশে অগ্নিনির্বাপক দপ্তর আগরতলা শহর এলাকায় ৬১টি বাণিজ্যিক সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে ২০টি সংস্থাকে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকায় বৈধ অনুমতি পত্র প্রদান করেছে। আরও ১৩টি সংস্থা অগ্নিনির্বাপক আইন মেনে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। তাদেরকেও বৈধ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১২টি সংস্থা অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সময় চেয়েছে। তাদেরকেও সময় দেওয়া হয়েছে। ১৩টি সংস্থা কোন উত্তর দেয়নি। দুটি সংস্থা উচ্চ এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন করেছে। যেসব সংস্থা উত্তর দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বুধবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতের কাছে অনুরোধ জানান, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের মতামত জানার আরও সাতদিন সময় দেওয়া হোক। অ্যাডভোকেট জেনারেলের অনুরোধে সাড়া দিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাদেরকে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে জবাব দিতে নির্দেশ জারি করেছেন। অপরটিকে সোনার তড়ি হোটেল ও এমএল প্লাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। তারা অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থ অনেকটাই সংশোধন করেছেন। তবে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

কৈলাসহরে দিনদুপুরে ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ মে।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরপর এসব ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ঠুটো জগন্নাথের ভূমিকায়। তাতে কৈলাসহর শহর ও শহরতলী এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে জনমনে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। বুধবার কৈলাসহরের দক্ষিণ কাচের ঘাট বাসিন্দা সুনিল চন্দ্র দেবের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে অভিযোগ। জানা যায় অবসর প্রাপ্ত কর্মী সুনিল চন্দ্র দেব বুধবার দুপুর নাগাদ কৈলাসহর এসবিআই থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলেন। টাকা নিয়ে তিনি বাজারে সবজি কিনতে গিয়েছিলেন। তার হাতে দুটি ব্যাগ ছিল একটি ব্যাগে ছিল সবজি, আরেকটি ব্যাগে ছিল টাকা। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন ব্যাগ থেকে টাকা উধাও হয়ে গেছে। তাতে সুনিল বাবুর মাথা চড়ক গাছ হওয়ার উপক্রম। বিষয়টি তিনি বাজারের ব্যাবসায়ীদের জানান। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ সবজি বাজারে ছুটে আসে তল্লাশি চালিয়েও টাকার কোন হদিশ পায়নি পুলিশ। ঘঠনাটি কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার সময় হয়তো ছিনতাইবাজরা তার দিকে নজর রেখে চলছিল। সুযোগ পেয়েই টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তারা। এদিকে গত কিছুদিন আগে পরপর আরও দুটি টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে কৈলাসহরে। অবসরপ্রাপ্ত এক সরকারী কর্মচারী ইউ বিআই ব্রাঞ্চ থেকে ৯০ হাজার টাকা তুলে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐসময় তার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইবাজরা। এর কয়েকদিন পরেই অপর এক যুবক স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২১৯ ▫ ২৩ মে ২০১৯ইং ▫ ৮ জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আজ সেই মহালগ্ন

আজ তেইশে মে মহালগ্ন। ভারতের আকাশে কোন্ সূর্য্য উদিত হইবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে দেশবাসীর তীক্ষ্ণ নজর রহিয়াছে। ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু, কোনও কোনও ভোট ফলের অধীর অপেক্ষা, উৎকণ্ঠা সমস্ত কিছুকেই যেন ছাপাইয়া যায়। বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপি বা এনডিএ'র জয়জয়কার সত্বেও বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দেশবাসী। বিরোধীরা বলিতেছেন এগজিট পোল ভুয়া। বাস্তবের সঙ্গে ইহার কোনও মিল নাই। যদি এগজিট পোল অর্থাৎ বুথ ফেরত সমীক্ষা আশী/সত্তর ভাগও মিলিয়া না যায় তাহা হইলে দেশবাসী ভবিষ্যতে তাহাকে সামান্য মূল্যও দিবে না বা এই এগজিট পোলের ন্যূনতম প্রাসঙ্গিকতাও থাকিবে না। অতীতের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের বুথ ফেরত সমীক্ষা ও বাস্তবের সঙ্গে মিল ছিল না। এই অমিল ঘটনা প্রকৃত পক্ষে প্রচার মাধ্যমের কৃতিত্ব, দক্ষতা ও বিশ্বাসের উপর বড় রকমের প্রশ্ন চিহ্ন আঁকিয়া দিবে।

আজ দেশের ভাগ্য কোন্ দল বা জোটের হাতে তাহাই স্পষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জোট ইত্যাদির বিষয়ে দৌড়ঝাপ শুরু হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপি বা এনডিএ'র জয়জয়কার দেখাইলেও ছন্নছাড়া, অনৈক্যের আবহ সত্বেও বিরোধীরা অনেক বেশী আশাবাদী এবং নিজেদের উজ্জ্বল ভাগ্য সম্পর্কে অবিচল। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখিতে বার্তা দিয়াছেন। বুথ ফেরত সমীক্ষাকে তিনি উড়াইয়া দিয়াছেন। উড়াইয়া দিয়াছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং আজ বুথ ফেরত সমীক্ষকদেরও অগ্নিপরীক্ষা। দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এবারের লোকসভা ভোট এক স্বতন্ত্র মাত্রা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু, এমন চাপ তো থাকিবার কথা ছিল না। মাত্র পাঁচ বছরের শাসনে বিজেপি চাপের মুখে পড়িয়া গেল? ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীরা। ইহার পিছনে মুখ্যত কাজ করিয়াছে কেন্দ্রে মোদি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ। এইসব একের পর এক পদক্ষেপ জনমনে গভীর আতংক ও প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। অনেক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়ণ সত্বেও জনমনে সংশয় সন্দেহ বাড়িয়া গিয়াছে। যাহাকে বিজেপি বা মোদি সরকার জনসাধারণ মনে বিশ্বাসের বরণ ডালা সাজাইতে পারে নাই।

তবু, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ হয়, ক্ষমতায় আসিবে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়া। গত পাঁচ বছরের শাসনে তো মানুষ উজার করিয়াই ভোট দেওয়ার ঘটনাই ছিল স্বাভাবিক। পাঁচ বছরেই বিজেপি এমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িবার তো কথা ছিল না। বিরোধীরা এইভাবে জাগিয়া উঠিবার রসদ শক্তি তো আসিয়াছে গেরুয়া শিবির হইতেই। বিরোধীরা ক্ষমতায় না আসিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাঁচ বছরে তাহার উত্থানকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। ভোট ফলের শতকরা হিসাব কষিয়া জনপ্রিয়তা কোন্ দল বা প্রার্থীর কতখানি তাহা যাচাই করাই সংগত হইবে। সংসদীয় রাজনীতিতে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের খেলা তো চলিয়া আসিতেছে। সেখানে ঘোড়া কেনাবেচা তো রোধ করা যাইতেছে না। দেখা যাইবে এই ঘোড়া কেনা বেচার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল হইয়া যাইতেছে। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে ইহাকে বড় ব্যাধি বলিলে বোধহয় ভুল বলা যাইবে না। সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধকে পদদলিত করিয়া চরম অনৈতিক ভবে ঘোড়া কেনা বেচার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা আমাদের গণতন্ত্রের লক্ষ্য ও ঐতিহ্যকে ধুলায় লুটাইয়া দিতেছে। আমাদের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা নিতে না পারিলে আগামী দিনে অর্থশক্তির কাছে সমস্ত প্রত্যাশাই তছনছ হইয়া যাইবে।

একথা অনেক বেশী সত্যি যে, দেশের স্বার্থেই শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা জরুরী। দূর্বল সরকার দেশের স্বার্থ রক্ষায় তেমন জোরদার পদক্ষেপ নিতে পারিবে না। অতীতের ঘটনায় তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু, শক্তিশালী সরকার যদি জনমনে বিশ্বাসের ভিত গড়িয়া তুলিতে না পারে সেখানে তো প্রশ্ন চিহ্ন আসিয়া দাঁড়াইবেই। তেইশে মে দেশের ভাগ নিয়ন্তা কাহারা তাহা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখিবে দেশবাসী। যে দলই ক্ষমতায় আসুক দেশের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা নিবে এবং গণতন্ত্রকে আরও বেশী মজবুত করিবে। এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আমরা করিতে পারি।

প্রবল গরমের হাত থেকে সস্থি দিতে শহরে চাহিদামতো বিশুদ্ধ জল সরবরাহ পুরসভার

কলকাতা,২২ মে (হি.স.): প্রবল গরমে নাজেহল শহরবাসীঊতাই গরমে কলকাতাবাসীর কথা ভেবে নয়া ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুরসভার ঊ প্রবল গরমে শহরে জলের চাহিদা মেটাতে দৈনিক ৭.৫ কোটি গ্যালন বাড়তি পানীয় জলের ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুরসভার।

গার্ডেনরিচে ২ কোটি ৫০ লক্ষ বাড়তি পানীয় জলের ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুরসভা। এছাড়াও পলতায় ২ কোটি, ধাপার জয় হিন্দে ২ কোটি ও গড়িয়ার নতুন জলাধার থেকে ১ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করা হবে বলে জানান কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও একটি ছোট ট্যাম্পো গাড়ির মাধ্যমে শহরবাসীর হাতে জল তুলে দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা ঊ দোকানে যেখানে ৫০০ মিলিলিটার জলের দাম ১০ টাকা ঊ কিন্তু এই গাড়িতে ৩০০ মিলিলিটার জলের দাম মাত্র ৩ টাকা ঊ দোকানে যেখানে ১ লিটার জলের দাম ২০ টাকা নেয় ঊ সেখানে এই গাড়ি ১ লিটার জলের দাম নিচ্ছে ৫টাকা ঊ এছাড়াও এই গাড়িতে ২ লিটার জল পাওয়া যাবে মাত্র ৮ টাকায় ঊ এবার অল্প দামে বিশুদ্ধ জল খেতে পাবে শহরবাসী ঊ ধর্মতলা চত্বরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই জলের গাড়ি ।

এই প্রসঙ্গে মেয়র জানান, 'টালিগঞ্জ, যাদবপুর এবং বেহালার একাংশে এখনও পানীয় জলের জোগানের ঘাটতি রয়েছে। তবে সেই সমস্ত এলাকায় গাড়ি করে জল পৌঁছে দেওয়া হবে। পুরসভার তরফে সকাল-বিকেল দু'বেলাই গরিব এবং মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের চাহিদামাফিক গাড়ি পৌঁছে বিনা পয়সায় জলের জোগান দেওয়া হচ্ছে। যাদবপুর, টালিগঞ্জ ও বেহালার যে অংশে জলের চাহিদা বাড়ছে সেই এলাকাগুলিতে প্রতিবছরই নতুন করে প্রচুর ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে। স্বভাবতই ওই এলাকাগুলিতে বাসিন্দা বৃদ্ধির জেরে জলের চাহিদাও বাড়ছে। তাই পুরসভাও এবছরও বাড়তি জল সরবরাহের ব্যবস্থা করছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম দু''জন হিজবুল সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২২ মে (হি.স): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার গোপালপোরা অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-শোপিয়ানের বাসিন্দা জাহির আহমেদ মান্টু এবং কুলগামের বাসিন্দা ইরফান মনজুর। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার গোপালপোরা অঞ্চলে এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সন্দেহজনক ওই স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী।

সংবিধানে দেশের মাটির গন্ধ থাকা দরকার

দুর্গাপদ ঘোষ

ভারতবর্ষের মানুষ একটা অদ্ভূত এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা লক্ষ করেছেন ২০১৬ সালের ২৪ এপ্রিল। এক প্রকাশ্য সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি তীরথ সিং ঠাকুর। চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে নিদারুণ অসহায়তার প্রতিচ্ছবি। সেই অসহায়তার জগদ্দল পাথরের বোঝা বইতে বইতেই শেষ পর্যন্ত সেই বছরেরই ৩০ অক্টোবর অবসরগ্রহণ করে মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন তিনি। ঘটনাটা ঘটে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত দেশের সমস্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের এক যৌথ সম্মেলনে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে এদেশের ঝুলে থাকা মামলার পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান যে, সে সময় পর্যন্ত দেশের ট্রায়াল কোর্টগুলোতে প্রায় ৩ কোটি, উচ্চ আদালতগুলোতে ৩৮ লক্ষ এবং সর্বোচ্চ আদালতেত ৬০ হাজারের মতো মামলা ঝুলে ছিল। মুখ্যত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতির অভাবকে কারণ হিসাবে সামনে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই পদে বহাল থাকা অবস্থায় সম্ভবত অন্য যে কথাটা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারেননি তা হল, আইনি জটিলতা। আইনের মূল যেহেতু সংবিধান, তাই আইনি জটিলতাকে যদি সাংবিধানিক জটিলতা বলা হয় তাহলে মনে হয় খুব একটা ভুল বলা হবে না। মনে হয় জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ দেখতে না পেয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁর যে মানসিক যন্ত্রণা তৈরি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সেদিন। বলা বাহুল্য, এই একটা ঘটনায়ই ভারতীয় আইনের আকর এদেশের খোল-নলচের হাল হকিকত সবার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেছে।

প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটাকে ভারতের গণতন্ত্র, জনতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস যা বলেই অভিহিত করা হোক না কেন, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর বিদিবদ্ধ এবং তার ঠিক দু'মাসের মাথায় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হওয়া যে গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এই 'দিবস' পালন সেই সংবিধান হল বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের 'বেদ'। এদেশের তাবৎ আইন কানুনের মূল। কেবল মাত্র উপসনা পদ্ধতিকে কেন্দ্র না করে সামগ্রিক ভাবে ধর্মকে যদি জীবনশৈলী ধরা হয় তাহলে এই সংবিধানকে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে। কারণ এই গ্রন্থের প্রতিটি বাক্যই হল ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রজীবনের 'বেদবাক্য'। যেদিন থেকে এটা বিদিবদ্ধভাবে কার্যকর করা হয়েছে সেদিন থেকেই সরকারিভাবে এবং সমস্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বলা হচ্ছে যে, ধর্ম-বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে কোনও ভারতীয়ই এর আওতার বাইরে নয়। একে অমান্য করা মানেই আইন অমান্য করা। আইন লঙ্ঘন করা মানে অপরাধ এবং অপারাধের মাসুল হল দণ্ড।

কেবল ভারত নয়। বিশ্বের যে কোনও দেশে সরকারি তো বটেই এমনকি নথিভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তাদের নিয়ম-নীতির মূল হল তাদের নির্ধারিত ক্লজ বা সংবিধান। সংবিধান বা নিয়মতন্ত্র কেবল গণতন্ত্রেই নয়, এমনকি রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কিংবা একনায়কতন্ত্রেও থাকে। যে দেশে যে তন্ত্রই বহাল থাকুক, সে দেশের নিজস্ব সংবিধান বা নিয়মন্ত্র হল সেদেশের দেশীয় আইন বা 'ল অব দা ল্যান্ড'। তাতে বিধিবদ্ধ শব্দবাক্য-তা ভারতের মতো লিখিত অথবা ব্রিটেনের মতো অলিখিত যাই হোক না কেন, সেদেশের নাগরিক কিংবা প্রজা মাত্রেই তা মানতে বাধ্য। সেজন্য যেকোনও দেশের সংবিধান সেদেশের মানুষের জীবনাযাত্রার বা সেদেশের ধারাবাহিক পরিবেশ-পরিস্থিতির অনুসারী এবং অনুকূল হওয়া দরকার। কিন্তু ঘটনা হল, প্রয়াত বাবাসাহেব আম্বেদকরের মুখ্য ভূমিকাধীন সংবিধান পরিষদ (Constituent assembly) কর্তৃক প্রণীত স্বাধীন বারতের সংবিধানের 'বেদবাক্য' নিয়ে প্রায় শুরু তেকেই নানা প্রশ্ন উঠছে এবং বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। থেকে থেকে তৈরি হচ্ছে জটিল পরিস্থিতির। যে কারণে কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই পাড়া এবং আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ঘটনা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখিত প্রধান বিচারপতির মননীয়তা বা ফাঁক-ফোঁকর থেকে যাওয়া। এই নমনীয়তা কিংবা অসম্পূর্ণতার মাত্রা যে কতখানি তার নজির কেবল ৪২তম সংশোধনই।

প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে ১৯৭৫ সালে দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা বলবৎ করে এই সংশোধন ঘটনো হয়। সংসদে বিনা আলোচনায় এবং এক রাকের মধ্যেই ওই সংশোধনের ঘটনা ঘটে। সে সময় একই সঙ্গে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঢোকানো হয় দুটো শব্দ যা মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ছিল না। সেই দুই শব্দ হল Secular (ধর্মানিরপেক্ষ) এবং Socialist (সমাজতন্ত্র)। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা ছিল 'we the people of India, having solemnly resolved to comstitute India into a sovereign democratic republic..'। মূল সংবিধানের সন্নিবেশিত না থাকলেও ভারতের জাতীয় জীবনের পরস্পরা অনুসারে এমনিতেই এদেশে সব ধর্মমতকে সমান ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য কতা হত। সমাগ্রিক ভাবে সমস্ত মানুষেক নিয়ে প্রচলিত ছিল এখানকার সমাজব্যবস্থা। সেজন্য সংবিধানে পৃথকভাবে 'সেকুলার' এবং 'সোসালিস্ট শব্দ দুটো সন্নিবেশের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবে এই সন্নিবেশে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মূল বক্তব্য হল, সিংবধানকে ক্ষমতাসীনদের হাতের মধ্যেই পুরে ফেলার মতো নমনীয়তা বা ফাঁক-ফোঁকর থেকে যাওয়া। এই নমনীয়তা কিংবা অসম্পূর্ণতার মাত্রা যে কতখানি তার নজির কেবল ৪২ তম সংশোধনই নয়। ১৯৫০ থেকে ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৬৮ বছরের মধ্যে সংসদে সংবিধান সংশোধনের জন্য ১২৩ বার প্রস্তাব এসেছে এবং ১০১ বার সংশোদন ঘটনো হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতি ৭ মাসে একবার করে এই সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। যার সিংহভাগই হয়েছে কংগ্রেসি সরকারের জমানায়। অথচ এই সংবিধান রচয়িতারা প্রায় সকলেই ছিলেন প্রাশচাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও

> এখানে এরকম সামান্য কয়েকটা বিষয়কে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হলেও আরও অনেক বিষয় আছে যার মূল ভাব বা basic spirit ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল নীতির দ্যোতক বা পরিপূরক নয়। আইন কানুনের অনেক নির্দেশিকা গ্রহণ করা হয়েছে ব্রিটেনের সংবিধানের basic spirit থেকে। এখনও এদেশে ১৮৩৫ সালের কিছু ব্রিটিশ আইন বলবৎ রয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে-ভারতীয়দের ৮০ শতাংশেরও বেশির জীবনচর্যা তথা জীবনশৈলী ভারতীয় সংস্কৃতির পরস্পরার সঙ্গে সংপৃক্ত, সেখানে ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যাটার্নের সংবিধান প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করা হলে আইনি জটিলতার সম্ভাবনা না থাকাটাই অসম্ভব। আইনি জটিলতা থেকে বিচার ব্যবস্থা বিলম্বিত হওয়াটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর বিলম্বিত বিচার যে বিচারহীনতার দ্যোতক এ আপ্তবাক্য তো সর্ববিদিত। এখানে যে কথাটা উল্লেখ করা একান্ত ভাবে প্রাসঙ্গিক তা হল, ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় ভারতের অন্তত দুটো বিখ্যাত নীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-কে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি। উল্লেখিত দুই গ্রন্থ থেকে যুগ ও পিরিস্থিতির নিরিখে যেটুকু বর্জনীয় তা বর্জন এবং যা কালোত্তীর্ণ ও সময়োপযোগী তা গ্রহণ এবং বাকিটুকুকে পরিমার্জন করে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল না কি? তাহলে স্বাধীন ভারতেরএই সংবিধানের সঙ্গে যদি ভারতের শিকড়ের সম্পর্ক থাকত, এদেশের মাটির গন্ধ থাকত, এদেশের জাতীয় পরস্পরার সঙ্গে সম্পৃত্ত থাকতে, তাহলে এত ঘন ঘন সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হত বলে মনে হয় না। আইনি জটিলতা কম থাকলে বিচার ত্বরান্বিত হতে পারত। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তীর্থ সিং ঠাকুরের মতো মানবিকতা সম্পন্ন বিচারপতিকে কারও সামনে অসহায়তায়, হতাশায়, কান্নয় ভেঙে পড়তে হত না। তবে এখনও যে সময় নেই তা নয়। প্রয়োজনে এই সংবিধানের আমূল সংশোধন ঘটিয়ে ভারতীয় পরস্পরার অনুকূল সংবিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। বিশ্বের একাধিক দেশের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এজন্য দরকার কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী রাজনৈতিক সুবিদাবাদপ্রসূত সংশোধন ঘটিয়ে কোনও সুফল লাভ করা যাবে বলে আশা করা যায় না।

অনুপ্রাণিত 'উচ্চশিক্ষিত' হিসাবে মর্যাদার শিখরে থেকে কংগ্রেসি নেতা। অ-কংগ্রেসি বা কংগ্রেস বিরোধীরা এই সংবিধান প্রণয়ন করেননি। এখন কথা হল, যে-সংবিধানকে গড়ে ৭ মাসে একবার করে সংশোধন করতে হয় তার ভিত্তি কতখানি মজবুত? কতখানি নিখুঁত এই সংবিধান? আসলে এই সংবিধান প্রণয়নের সময় প্রণেতারা ভারতবর্ষের সনাতন জীবনচর্যা তথা অন্তরাত্মার মূল নীতি। (Spirit) -র কথাটা মাথায় রেখেছিলেন বলে মনে হয় না।

বৃহত্তর অর্থে ধর্ম (রিলিজিয়ন বা কোনও উপাসনা পদ্ধতি নয়) বস্তুত কোনও সমাজ বা জাতির বিবেক সৃষ্টি এবং জাগ্রত করে। ধর্মের যেমন নিজস্ব বিবেক থাকে তেমনি যেকোনও আইনেরও বিবেক থাকা জরুরি। বিবেকহীন কিংবা বিবেক বর্জিত ধর্ম অধর্মের দ্যোতক। তা কোনও সমাজ জাতিকে সঠিক দিশা দিতে পারে না। তেমনি বিবেকহীন অথবা বিবেক বর্জিত আইন কোনও রাষ্ট্রীজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। ধর্মের মূল নিহিত থাকে সমাজের সৃষ্টি, পরস্পরা ও দর্শন-সংস্কৃতির মধ্যে। আইনের বিবেকও নির্দিষ্ট-রাষ্ট্রজীবনের সংস্কৃতি ও পরস্পরার মূল থেকে উৎসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেটা হলে তবেই কোনও রাষ্ট্রের আইন এবং তার আকার অর্থাৎ সংবিধান হতে পারে সেদেশের 'দেশীয় আইন' বা 'ল অব দ্য ল্যান্ড'। এজন্য কোনও দেশেরমানুষের জন্য নীতি-নির্দেশিকা বা সংবিধান রচনার সময় তা যাতে সে দেশের জাতীয় সংস্কৃতি ও পরস্পরার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও একাত্ম হয় সেদিকে গভীর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তা না হলে বিস্তর অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে এবং বার বার সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে এটা সর্ববিদিত যে এদেশের তৎকালীন নেতৃবর্গ, যাঁদের নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই তাঁরা অনেক আলোচনা, অনেক মতান্তর, অনেক তর্কবিতর্কের পরও এদেশের মূল সংস্কৃতি ও ভাবধারার ওপর ভিত্তি না করে ব্রিটিশ পন্থায় পরিশীলিত ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচে এদেশের সংবিধান রচনা করে গেছেন। একজন ভারতীয় এবং জাতীয়তাবাদী নাগরিক হিসাবে এই সংবিধানকে পুরোপুরি মান্য করেও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ভারতের বর্তমান সংবিধানে এদেশের পারস্পরিক ভাবধারা সঞ্জাত সিকড়েরসম্পর্ক যথেষ্ট পরিমাণে কম থেকে গেছে। ফলে মাঝে মাঝেই এর কোনও না কোনও ধারা-উপধারা নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা হচ্ছে। বিশেষ করে কিছু দেওয়ানি বিধির ক্ষেত্রে। যেমন কথায় কথায় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই পাড়া হচ্ছে অথচ সব ভারতীয় নাগরিকের জন্য সমান বা এক দেওয়ানি বিধি (comon civil code) -র বদলে ধর্মের ভিত্তিতেই বহাল হয়েছে পৃথক আইন। যা মূলত ইসলামী শরিয়তি ব্যবস্থা। অর্থাৎ এই গণতন্ত্রে একই সঙ্গে বহাল রাখা হয়েছে দুটো সাংবিধানিক ব্যবস্থা। সঙ্গতভাবেই এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে বিশেষ একটা ধর্মের মানুষের পৃথক সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে। বিষয়টা অনেকদিন আগে সর্বোচ্চ আদালতেও চলে গেছে। সুপ্রিম কোর্ট পূর্বতন ডঃ মনমোহন সিংহ সরকারেরকাছে এক অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সওয়ালও করেছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত এর কোনও ফয়সলা করতে পারেনি সুপ্রিম কোর্ট। কারণ ভারতের সংবিধান প্রণেতারা আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালতের মতো ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ব্যবস্থা রেখে যাননি। ভারতের কোনও আদালত এমনকি সর্বোচ্চ আদালতও সংবিধানে লিখিত ধারার বাইরে গিয়ে উচিত-অনুচিত, ঠিক-বেঠিকের সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। ব্রিটিশ সংবিধানের ভাবধারার অনুসারী ভারতীয় সংবিধানে সর্বোচ্চ আদালতেরও যাকে বলেহাত-পা বাঁধা রয়েছে।

সংবিধানে ঢাল হিসাবে সামনে রেখে নিরন্তর ধর্মনিরপেক্ষচার বড়াই করাহলেও একটা মুসলিম বহুল রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ ধারার মাধ্যমে অন্যদের চাইতে অনেক বিষেয়ে বিশেষে সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত রয়েছে। সেই সুবিধাবাদের কারণে কাশ্মীরিদের একটা বড়ো অংশ এখনও মানসিকভাবে ভারতের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছে না। প্রশ্ন উঠলে সংবিধানের দোহাই পেড়ে যাচ্ছেন। সংবিধানের ওই ধারাবলে কাশ্মীরকে এতটাই বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা বস্তুত প্রায় একটা পৃথক রাষ্ট্রের সমান। দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিদানসভার কর্মকালের মেয়াদ ৫ বছরের জন্য হলেও ওই রাজ্যের জন্য তা হল ৬ বছরেব। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের এমনকি জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকরা ও যে কোনও রাজ্যে জমিজমা বা স্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারলেও ৩৭০ ধারার কারণে অন্যান্য রাজ্যের নাগরিকরা কাশ্মীরে জমিজমা কিনতে পারেন না। একথা প্রকাশ্যেই জানিয়ে গেছেন বর্তমান তিরুবনন্তপুরম কেন্দ্রথেকে নির্বাচিত কংগ্রেসি সাংসদ শশী থারুরের কাশ্মীর স্ত্রী প্রয়াত সুনন্দা পুস্কার। অথচ এই কাশ্মীরই একসময় ছিল ভারতের জ্ঞানবিদ্যা চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সংবিধান রচনার সময় কাশ্মীরের ব্যাপারে সেই গরিমামণ্ডিত সাংস্কৃতিক পরস্পরার কথা খেয়ালে রাখা হয়নি।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা নিয়েও এদেশে ভাষাগত কৃষ্টিকে কেবল উপেক্ষা নয়, বস্তুত অবজ্ঞা করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে সংবিধান পরিষদে যখন তুমুল বিতর্ক চলছিল তখন নেতাদের মধ্যে মতান্তর এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে পরিষদ কার্যত প্রায় দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক পক্ষ ইংরেজি, আর এক পক্ষ হিন্দির পক্ষে মত দিয়ে থাকেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় 'উচ্চশিক্ষিত'-রা কেউই সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সেসময় সংবিধান পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভোটটি দেন হিন্দির পক্ষে। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে হিন্দি সরকারিভাবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চিহ্নিত হয়। আর হিন্দির প্রতি প্রায় সমান সংখ্যক নেতার প্রবল আপত্তি এবং ইরেজির প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে ইরেজিকে গ্রহণ করা হয় দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে। যে ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও পরস্পরার কোনও সম্পর্ক ছিল না। অন্যদিকে যে ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রধান বাষার মাতৃস্বরূপ তাকে সম্পূর্ণভাবে আগ্রাহ্য করা হয়। প্রসঙ্গত যে সংস্কৃত ভাষাকে কার্যত 'মৃতভাষা'য় (dead lanuage) পরিণত করে ফেলা হয়েছে, অনেক পণ্ডিতই তাকে কেবল অতি সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাই নয়, তাদের অনেকেরই মতে সংস্কৃত ভাষা থেকেই 'ইন্ডো-ইউরোপিয়ান' ভাষা নামে পরিচিত ভাষাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, ইউরোপের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে তা অপভ্রংশিত সংস্কৃত মাত্র। ভারতীয় পুরান বিষয়ে বিশিষ্ট পাশ্চাত্য গবেষক একই পর্যিটারও এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সংস্কৃতের মতো একটি সমৃদ্ধ ভাষা যা একান্তভাবে ভারতের সংস্কৃতির দ্যোতক,যে ভাষা ব্যতিরেকে ভারতেকে জানা সম্ভব নয় সেই ভাষাকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হলে এ দেশের সব মানুষই প্রায় দু'দশ******* বছরের মধ্যে তা রপ্ত করে ফেলতেন। পাশাপাশি সরকারি কাজর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য ইংরেজিকে বিকল্প ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা যেত। কিন্তু সংবিধান রচয়িতারা এটা অনুধাবন করারই চেষ্টা করেননি যে, ভারতের মূল সংস্কৃতির সমস্ত কিছুই নিষিক্ত রয়েছে সংস্কৃতের মধ্যে। এখন তো অনেক কম্পিটার বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেছেন যে, কম্পিউটারের জন্য আদর্শ হল সংস্কৃত ভাষা। কেননা ইংরেজির মতো বি ইউ টি-বাট, পি ইউ টি-পুট জাতীয় বিভ্রান্তি সংস্কৃতে নেই।

পাশ্চাত্যের জীবন প্রবাহ, ভাষা, সংস্কৃতি, পরস্পরা ইত্যাদি ভারতীয় জীবনাধারার মতো নয়। ইউরোপীয় ভাবধারায় উপযুক্ত এবং প্রযুক্ত সমস্ত ধরনের বিধিব্যবস্থা বা নিয়ম-নীতি ভারতের মাটির সঙ্গে মেলে না। সংবিধান প্রণয়নের সময় একথা নেহরু-আম্বেদকররা অনুধাবন করছিলেন বলে হয় না। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই যে চটকদার মনিহারি , বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে মাটির সোঁদা গন্ধকে এখ করা যায় না। যেটা যেখানকার সেটাকে সেখানে প্রয়োগ করা উপযুক্ত।

ভারতের বর্তমান সংবিধানে সংখ্যালঘু সংজ্ঞা এবং অধিকার নিয়েও যথেষ্ট বিভ্রান্তি থেএক গেছে। যেসব উপসনা পদ্ধতি (religion)-তে বর্ণ বা জাতিভেদের কোনও ব্যাপারই নেইষ সেই উপাসনা পদ্ধতির অনুসারীদের একাংশকে "দলিত মুসলিম" "দলিত খৃস্টান" ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত অন্ত্যজ শ্রেণির জন্য যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা তথা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। সংবিধান বিষয়টা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত থাকলে এই দাবি তোলার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারত না। এ ধরনের নানাবিধ অধিকার নিয়ে ভারতের জাতীয় জীবন বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোনও সুযোগ থাকত না। তাছাড়া সংবিধান প্রণেতারা যদি স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করে যেতেন,যে অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ অধিকার প্রথম ১০ বছরের পরে আর নরীকরণ করা যাবে না, তাহলে জাতিবাদী রাজনীতির স্বার্থ কায়েম করার রাস্তা খোলা থাকত না। সমাজের বৃহত্তর অংশ ও অনেকাংশে বঞ্চিত বলে মনে করতে পারত না।

প্রকৃতপক্ষে এই সংবিধানের গোড়াতেই কিছু গলদ থেকে গেছে। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত ভারতবর্ষ (বর্ষম তদ ভারতম নামঃ)-কে সংবিধানের শুরুতেই অগ্রাহ্য করে ভারতীয় পরস্পরা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে এদেশকে ('Bharat that in India') বলে। এবং এটাই হলো এ সংবিদানের প্রথম বয়ান। অর্থাৎ অনাদি কাল থেকে চলে আসা ভারতবর্ষকে চিনতে হচ্ছে (India)- মাধ্যমে।

এখানে এরকম সামান্য কয়েকটা বিষয়কে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হলেও আরও অনেক বিষয় আছে যার মূল ভাব বা basic spirit ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল নীতির দ্যোতক বা পরিপূরক নয়। আইন কানুনের অনেক নির্দেশিকা গ্রহণ করা হয়েছে ব্রিটেনের সংবিধানের basic spirit থেকে। এখনও এদেশে ১৮৩৫ সালের কিছু ব্রিটিশ আইন বলবৎ রয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে-ভারতীয়দের ৮০ শতাংশেরও বেশির জীবনচর্যা তথা জীবনশৈলী ভারতীয় সংস্কৃতির পরস্পরার সঙ্গে সংপৃক্ত, সেখানে ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যাটার্নের সংবিধান প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করা হলে আইনি জটিলতার সম্ভাবনা না থাকাটাই অসম্ভব। আইনি জটিলতা থেকে বিচার ব্যবস্থা বিলম্বিত হওয়াটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর বিলম্বিত বিচার যে বিচারহীনতার দ্যোতক এ আপ্তবাক্য তো সর্ববিদিত। এখানে যে কথাটা উল্লেখ করা একান্ত ভাবে প্রাসঙ্গিক তা হল, ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় ভারতের অন্তত দুটো বিখ্যাত নীতি বিষয়কগ্রন্থ 'মনুস্মৃতি' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-কে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি। উল্লেখিত দুই গ্রন্থ থেকে যুগ ও পিরিস্থিতির নিরিখে যেটুকু বর্জনীয় তা বর্জন এবং যা কালোত্তীর্ণ ও সময়োপযোগী তা গ্রহণ এবং বাকিটুকুকে পরিমার্জন করে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল না কি? তাহলে স্বাধীন ভারতেরএই সংবিধানের সঙ্গে যদি ভারতের শিকড়ের সম্পর্ক থাকত, এদেশের মাটির গন্ধ থাকত, এদেশের জাতীয় পরস্পরার সঙ্গে সম্পৃত্ত থাকতে, তাহলে এত ঘন ঘন সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হত বলে মনে হয় না। আইনি জটিলতা কম থাকলে বিচার ত্বরান্বিত হতে পারত। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তীর্থ সিং ঠাকুরের মতো মানবিকতা সম্পন্ন বিচারপতিকে কারও সামনে অসহায়তায়, হতাশায়, কান্নয় ভেঙে পড়তে হত না। তবে এখনও যে সময় নেই তা নয়। প্রয়োজনে এই সংবিধানের আমূল সংশোধন ঘটিয়ে ভারতীয় পরস্পরার অনুকূল সংবিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। বিশ্বের একাধিক দেশের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এজন্য দরকার কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী রাজনৈতিক সুবিদাবাদপ্রসূত সংশোধন ঘটিয়ে কোনও সুফল লাভ করা যাবে বলে আশা করা যায় না।

(সৌজন্যে নবোত্থান)

গরমে কিছুটা স্বস্তি দিতে বাজারে এসে গেলো রসালো তাল। ছবি- নিজস্ব।

সফল উৎক্ষেপণে সাফল্য ইসরো-র, রিস্যাট-২বি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাঠাল ভারত

শ্রীহরিকোটা, ২২ মে (হি.স.): সফল উৎক্ষেপণে পুনরায় সাফল্য পেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। বুধবার সকালে নির্ধারিত সময়ে উৎক্ষেপণ করা হল ''রিস্যাট-২বি'' রাডার পৃথিবী নিরীক্ষণ উপগ্রহ। এ দিন সকাল ৫.৩০ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে ''রিস্যাট-২বি'' রাডার পৃথিবী নিরীক্ষণ উপগ্রহকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে অতি শক্তিশালী পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি) সি-৪৬ রকেট। এটা ছিল পিএসএলভি-র ৪৮তম অভিযান এবং ২০১৯ সালে ইসরোর তৃতীয় উৎক্ষেপণ। এর ফলে মহাকাশ থেকে শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি চালানো সম্ভব হবে আরও নিখুঁত এবং স্পষ্ট। এই উপগ্রহ ছবি পাঠাতে শুরু করলে ভারত মহাসাগরে কোনও চিনা যুদ্ধজাহাজ লুকিয়ে আছে কি না অথবা পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে উগ্রপন্থীরা কী করছে, সেই গতিবিধি এক লহমায় চলে আসবে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কাছে। এই উপগ্রহের সফল উৎক্ষপণের পর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন টুইট করেছেন, 'ইসরো আমাদের আরও এক বার গর্বিত করল। এই উপগ্রহই হয়ে উঠবে আমাদের চোখ, সারা বছরের জন্য।'

কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল মঙ্গলবার রাত থেকেই। এরপর বুধবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে ''রিস্যাট-২বি'' রাডার পৃথিবী নিরীক্ষণ উপগ্রহকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি) সি-৪৬ রকেট। সফল উৎক্ষেপণের প্রায় ১৫ মিনিট পরই ৫৫৫ কিলোমিটার দূরে সার্কুলার অর্বিটে স্থাপিত করা হয়েছে পিএসএলভি-সি ৪৬ রকেট। ৬১৫ কেজি ওজনের এই 'রিস্যাট-২বি' উপগ্রহ পৃথিবী নিরীক্ষণ করবে।

এই উৎক্ষেপণে এই প্রথম ব্যবহার করা হল ভারতের নিজের বানানো প্রসেসর 'বিক্রম'। বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের ডিরেক্টর এস সোমনাথ জানিয়েছেন আগামীদিনে প্রত্যেক কম্পিউটারের ওয়ার্কহর্স হতে চলেছে ''বিক্রম'' প্রসেসর। এখানেই শেষ নয়, আগামী জুলাইতেই ফের আরও একটি বিরল কৃতিত্বের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত। ৯-১৬ জুলাইয়ের মাঝে চন্দ্রায়ণ ২ মিশনের পরিকল্পনা রয়েছে ইসরো-র। ইসরো-র চেয়ারম্যান ডক্টর কে শিবান বলেছেন, ''মহাকাশে ভারত যে জায়গায় পৌঁছতে যাচ্ছে, যেখানে অন্য কেউ এখনও পর্যন্ত যেতে পারেনি।

ওডিশার কালাহান্ডিতে যাত্রীবোঝাই গাড়িতে ধাক্কা ট্রাকের, দু'টি শিশুকন্যা-সহ মৃত ৫

কালাহান্ডি (ওডিশা), ২২ মে (হি.স.): ভোররাতে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনাঊ ওডিশার কালাহান্ডি জেলার ভবানিপাটনা এলাকায় যাত্রীবোঝাই গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি ট্রাকউ বুধবার ভোররাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'টি শিশু-সহ একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যঊ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন ওই পরিবারের গার্হস্থ্য পরিচারক এবং আরও একজন মহিলা সদস্যঊ মৃতদের নাম হল-কালাহান্ডি জেলার জুনাগড় তেহসিলের খুর্সেলগুড়া গ্রামের বাসিন্দা আশুতোষ বেহেরা, তাঁর ভাই জগন্নাথ বেহেরা, ছেলে ভিকি বেহেরা এবং আশুতোষবাবুর দুই নাতনির মৃত্যু হয়েছেঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন ভিকি-র স্ত্রী নিভিয়া বেহেরা এবং গার্হস্থ্য পরিচারক।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ওডিশার কালাহান্ডি থেকে বিশাখাপত্তনমে চিকিতার জন্য গিয়েছিলেন আশুতোষ, তাঁর ভাই, ছেলে-বৌমা, দুই নাতনি এবং বাড়ির পরিচারকঊ বুধবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ বিশাখাপত্তম থেকে কেসিঙ্গা রেল স্টেশনে পৌঁছন তারা।

স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা, সেই সময় ২৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ভবানিপাটনা এলাকায় জারিং জঙ্গলের কাছে যাত্রীবোঝাই ওই গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাকউ জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রত্যেককে উদ্ধার করে প্রথমে জুনাগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ জুনাগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আশুতোষ ও তাঁর ভাই জগন্নাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতরাঊ পরে বাকি পাঁচজনকে ভবানিপাটনার হাসপাতালের ভর্তি করা হয়ঊ সেখানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ভিকি ও তাঁর দুই মেয়েঊ ভিকির স্ত্রী ও বাড়ির পরিচারক এখনও হাসপাতালে চিকিতাধীন।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবার কম্পাঙ্ক ৫.৮

পোর্ট ব্লেয়ার, ২২ মে (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। মাঝে মধ্যেই ছোট-বড় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে ঘনঘন ভূমিকম্পে কাঁপছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জঊ বুধবার সকাল ০৬.০৯ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, বুধবার সকালের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, বুধবার সকাল ০৬.০৯ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১৩.৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশঊ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভূমিকম্পের জেরে গোটা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছেঊ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীরপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা।

ভূস্বর্গে ফের সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর

কুলগাম জেলায় এনকাউন্টারে খতম দু''জন সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২২ মে (হি.স): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার গোপালপোরা অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার গোপালপোরা অঞ্চলে এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী।

বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সন্দেহজনক ওই স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়।

ঘন্টাখানেকের বেশি সময় ধরে গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদী। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

পর্যাপ্ত নয়, তবুও অভাবী মেধাবীদের পাশে প্রেরণা

কলকাতা, ২২ মে (হি.স.): বাবা আখের রস বিক্রেতা, মা বিড়ি বাঁধেন, সেই পরিতোষ এ বার মাধ্যমিকে জয়নগরের প্রথম। সাগরদ্বীপের ফুলবাড়ি শীতলা হাইস্কুলের একেবারে গরিব ঘরের ছাত্র রাহুল দাস ৫৪৩ নম্বর পেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছে। সোমা সেনের প্রাপ্ত নম্বর ৬৪৩। এবছর কাটোয়া রাজমহিশীদেবী স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সে। ওদের মত আরও কিছু অভাবী মেধাবী ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই মুহূর্তে দিন গুনছে রাতিমত অনিশ্চয়তায়। পরিতোষের প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৬। যার মধ্যে বাংলাতে ৯২, ইংরেজিতে -৯১, ইতিহাসে -৯৭, ভুগোলে -৯২, অংকে -৯৯, জীবন বিজ্ঞানে -৯৬ ও ভৌত বিজ্ঞানে-৯৯ পেয়েছে। ওদের আসল বাড়ি শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাইক পাড়ায়। ওখানে দাদু ও ঠাকুরমা থাকে। বাবা রাস্তায় আখের রস বিক্রি করেন এবং মা বিড়ি বাঁধেন। খুব কষ্টে সংসার চলে। আর, রাহুলের দাদা আর্থিক অনটনের জন্য মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এখন বাবা মন্টু দাসের সঙ্গে দিনমজুরের কাজ করে। চরম অর্থাভাবকে উপেক্ষা করেও নিজের লক্ষ্যে যে অবিচল থাকা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে কাটোয়ার পানুহাট বসন্তপল্লির সোমা সেন। টিনের ছাউনি দেওয়া একটি মাত্র ঘরেই ৪ জনের বাস। সেখানেই রান্না-খাওয়া, পড়াশোনা করে মাধ্যমিকের দারুণ রেজাল্ট করে সকলকে চমকে দিয়েছে। হাবড়ার কামিনী কুমার গার্লস স্কুলের অভাবী অঙ্কিতা ৬৮১ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে দশম এবং জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ওর বাবা সুভাষ কুন্ডু দরিদ্র কাপড়বিক্রেতা।

ওদের পাশে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম হলেও এই সহমর্মীতাই এখন ওই মেধাবীদের অন্ধের যষ্ঠি। এ রকম একটি সংগঠন উত্তরপাড়ার 'প্রেরণা'। নিষ্ঠা সহকারে ১৩ বছর ধরে অভাবী-মেধাবীদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। সারা বছরের কর্মযজ্ঞ হয়ে উঠেছে কাজটা। 'প্রেরণা'-র জন্মদাতা প্রীতম চট্টোপাধ্যায়-এর উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী শোনালেন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে। ''বাবা একটা কারখানায় কাজ করতেন। প্রায়শই সেটি বন্ধ থাকত। অভাবের সংসারে পড়া চাঢ়ানো দায় হয়ে উঠেছিল। ২০০৩-এ 'ক্যাট' পরীক্ষায় ৯৭ শতাংশ পাওয়া সত্বেও টাকার জন্য ভর্তি হতে হল 'ইকফাই'-এর ম্যানেজমেন্ট করেসপন্ডেন্স কোর্সে। ২০০৫-এ চাকরি পেলাম কলকাতায়। প্রথম থেকেই ভাবছিলাম, অভাবী কোনও সম্ভাবনাময় যাথে পড়া ছেড়ে না দেয়, তার জন্য কিছু করতে হবে। আমার সেই সামর্থ্য ছিল না।

২০০৭-এ প্রীতম সমমনস্ক দুই বন্ধু অমিতাভ দত্ত (এখন বাঙ্গালুরুতে) আর প্রসূণ দাসের (হাওড়ার রেলকর্মী) সহযোগিতায় শুরু করলেন 'প্রেরণা'। এর পর নিজেদের সঞ্চিত ও কিছু শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় ছড়িয়ে দিতে লাগলেন নবীন প্রতিভার পাশে দাঁড়ানোর কাজ। প্রীতমের কথায়, ''দার্জিলিং বাদে রাজ্যের প্রায় সব জেলায় রয়েছে আমাদের সহায়তা।'' সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা এখন হয়েছে ৪৫। অভাবী উচ্চ মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের ফিজ, লেখাপড়ার খরচের পাশাপাশি স্নাতকস্তরের জন্য মাসে ৬০০ টাকা করে, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এমবিবিএস পড়ুয়াদের যথাক্রমে মাসে ৭৫০ টাকা করে বৃত্তি দেয় 'প্রেরণা'। প্রীতম জানান, ২০১২ সালে মহাশ্বেতা দেবীর 'খেডিয়া সবর জনকল্যাণ সমিতি'-র সহযোগিতায় পুরুলিয়ায় দাতব্য শিক্ষাকেন্দ্র শুরু করি। এখন ওটা নিজেরাই চালাই। ওই জেলায় আরও একটি এবং বাঁকুড়া ও হুগলিতে একটি করে এ রকম কেন্দ্র করা হয়েছে। সরকারি অর্থ মেলে না। উল্টে এক-আধ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধির সুপারিশের ঠেলায় সঙ্কটে পড়তে হয় জানালেন প্রীতম। প্রচারের প্রায় আড়ালেই এভাবে বন্ধুর মত অভাবী মেধাবীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন কিছু সমাজসেবী। ভোটের ডামাডোল, 'এক্সিট পোল' নিয়ে কাঁটাছেঁড়ার ঊর্ধে ওঁদের বিচরণ। কারও মন্ত্র 'হাল ছেড়োনা বন্ধু', কেউ বিশ্বাস করেন 'মানুষ মানুষের জন্য'। ভাঙাচোরা সমাজের খাঁজে খাঁজে যেন জ্বালিয়ে রেখেছেন আশার আলো।

ভোট পরবর্তী হিংসা : কুলতলিতে নিরীহ গ্রামবাসীদের বাড়িতে হামলা, অভিযুক্ত তৃণমূল

কুলতলি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২২ মে (হি.স.): ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার দু''দিন পরও হিংসা অব্যাহত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলিতে। শাসক দলের ফতোয়া উপেক্ষা করার অপরাধে ঘরছাড়া অন্তত দশটি পরিবার, এমনকি এবার বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণেরও হুমকি দিল তৃণমূল কর্মীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্যামনগর গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, শাসক দলের ফতোয়া জারি ছিল এই গ্রামে, ভোট দিতে যাওয়া যাবে না স্থানীয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। অথচ সেই ফতোয়াকে উপেক্ষা করেই জোটবদ্ধ হয়ে গত রবিবার ভোট উৎসবে সামিল হন শ্যামনগর গ্রামের বাসিন্দারা।

হুমকিকে উপেক্ষা করেই ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলতলি ব্লকের মেরীগঞ্জ অঞ্চলের পূর্ব শ্যামনগর গ্রামের ভোটাররা। আর ভোট শেষে সেই ফতোয়া উপেক্ষা করার মাশুল গুনতে হচ্ছে ওই গ্রামের মানুষজনকে। ভোট শেষে হওয়ার পর থেকে দফায় দফায় দুষ্কৃতীরা এই এলাকায় বোমাবাজি করতে থাকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ-এর হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। শাসক দলের ফতোয়া উপেক্ষা করার অপরাধে আপাতত ঘরছাড়া অন্তত দশটি পরিবার। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, লাগামছাড়া আর্দতা ও গুমোট গরম চলবে মহানগরীতে

কলকাতা, ২২ মে (হি.স.): অত্যধিক গরম এবং আর্দতার দাপট আপাতত বজায় থাকবেঊ আরও খারাপ খবর হল-আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেইঊ ফলে গুমোট গরমে নাজেহাল হতে হবে নগরবাসীকেঊ এমনিতেই গুমোট গরমে নাভিশ্বাস শহরবাসীঊ পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে কার্যত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি চলছেঊ পিছিয়ে নেয় কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিওঊ পথেঘাটে বেরিয়ে অসহ্য গরমজ্বালা অনুভব করতে হচ্ছে শহরবাসীকে।

আপাতত ভ্যাপসা গরম থেকে রেহাই পাচ্ছে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিঊ কারণ, আপাতত কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির তেমন কোনও অনুকূল পরিস্থিতি নেইঊ তবে, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ মৌসম ভবন সূত্রের খবর, এবার কেরলে বর্ষা ঢুকতে পারে ৬ জুন নাগাদঊ তবে, পশ্চিমবঙ্গে কবে বর্ষা ঢুকবে তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে নাঊ আপাতত আগামী কয়েকদিন গরমে হাঁসফাঁস করতে হবে নগরবাসীকে।

উত্তর কলকাতার ২০০ নম্বর বুথে চলছে পুনর্নির্বাচন, ভোটগ্রহণ চলছে পঞ্জাবেও

কলকাতা ও অমৃতসর, ২২ মে (হি.স.): আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষাঊ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনাঊ তার আগে পদ্ধতিগত বিভ্রাটের জেরে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর একটি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ চলছেঊ বুধবার সকাল থেকে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ২০০ নম্বর বুথে চলছে পুনর্নির্বাচনঊ নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, ২০০ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে মহড়া ভোটের আয়োজন করা হয়েছিলঊ সমস্ত প্রার্থীর প্রতিনিধি ভোট দেয়ঊ ভোট শুরুর সময় ইভিএম থেকে তা মুছে দিতে হয়ঊ কিন্তু, তা না মুছেই ভোট শুরু হয়ঊ ১৩টি ভোট পড়ার পর তা নজরে আসেঊ এরপরই ২০০ নম্বর বুথে ভোট বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশনঊ

অন্যদিকে, পঞ্জাবেও এদিন পুনর্নির্বাচন চলছেঊ অমৃতসরের ১২৩ নম্বর বুথে পুনরায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন ভোটাররাঊ পুনরায় ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটারদের বিশেষ শংসাপত্রও দেওয়া হয়েছেঊ উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম তথা শেষ দফায়, গত ১৯ মে ভোটগ্রহণ হয়েছিল উত্তর কলকাতা লোকসভা আসনেঊ ওই দিনই ভোটগ্রহণ হয়েছিল পঞ্জাবের সমস্ত সংসদীয় আসনে।

আটা কলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিপত্তি, দিল্লিতে মর্মান্তিক মৃত্যু দু'জন শ্রমিকের

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.): আটা কলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিপত্তিঊ আটা কলের ট্যাঙ্কের ভিতরে আটকে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল দু'জন শ্রমিকেরঊ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির লরেন্স রোডে অবস্থিত একটি আটা কলেঊ মৃত শ্রমিকদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই মৃত্যু হয়েছে দু'জন শ্রমিকেরঊ

এ ব্যাপারে বুধবার সকালে দিল্লি পুলিশ ও দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল লরেন্স রোডে অবস্থিত ওই আটা কলের ট্যাঙ্কঊ ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন দু'জন শ্রমিকঊ দীর্ঘদিন ধরে ট্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন দু'জনইঊ তড়িঘড়ি তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খোদ কলকাতায় ঘেরাও 'বিজেপি' ব্যবসায়ীর বাড়ি

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : 'বিজেপি-র সমর্থক' এই অভিযোগে বুধবার বেলেঘাটার একটি বাড়িতে চড়াও হয় একদল ছেলে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে ওই বাড়ির যাতায়াতের পথ আটকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

পি ৫৬ সিআইটি স্কিমের এই বাড়ির বাসিন্দা মণীশ মারোদিয়া এদিন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''আমরা চার পুরুষ ধরে এ শহরের বাসিন্দা। এই তিন তলা বাড়িতে যৌথ পরিবার। ভোটদাতার সংখ্যা ১৪। নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু ছেলে আমাদের ভোট না দিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আমরা তা অমান্য করে গুরুদাস কলেজে ভোট দিতে যাই। সেখানে আমাদের 'দেখে নেব' বলে হুমকি দেয়।'' মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তৃণমূলের কিছু ছেলে বিজেপি-র নামে নেতিবাচক মন্তব্য করে ওই বাড়ির তিনটি পথ আটকে দেয়। মণীশবাবুর অভিযোগ, ''কাজ থেকে ফেরার পর বাধা পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর পবিত্র বিশ্বাসকে ফোন করি। তাঁর নির্দেশে একটি পথের বাধা সরিয়ে তৃণমূলের ছেলেরা আমাদের ঢুকতে দিলেও গভীর রাতে ফের সেই পথ আটকে আমাদের লক্ষ্য করে গালি দেওয়া হয়। সকালে আমরা ঘরবন্দী হয়ে পড়ি। পুলিশ এসে বাধা সরানোর সময়ও শান্তনু নামে তৃণমূলের একটি ছেলে আমাদের শাসিয়েছে। এই অবস্থায় আমার বৃদ্ধ, অসুস্থ বাবা এবং বাড়ির মহিলারা রীতিমত আতঙ্কে আছেন।'' মণীশবাবু বলেন, আমরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। পুলিশ কমিশনারকেও গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ঋণের বোঝা, রাজস্থানে কালেক্টরেট অফিসে আত্মঘাতী কৃষক

হনুমানগড় (রাজস্থান), ২২ মে (হি.স.): ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে রাজস্থানের হনুমানগড়ে কালেক্টরেট অফিস চত্বরে আত্মঘাতী হলেন একজন কৃষকঊ মঙ্গলবার কালেক্টরেট অফিস চত্বরে একটি গাছে ঝুলতে দেখা যায় বছর ৪৮-এর একজন কৃষকের দেহঊ ওই কৃষকের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া সংক্রান্ত একটি নোট উদ্ধার করা হয়েছেঊ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে বুধবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার কালেক্টরেট অফিস চত্বরে একটি গাছে ঝুলতে দেখা যায় বছর ৪৮-এর একজন কৃষকের দেহঊ ওই কৃষকের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া সংক্রান্ত একটি নোট উদ্ধার করা হয়েছেঊ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ঋণের বোঝা এবং লোকসানের কারণেই আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই কৃষকঊ প্রসঙ্গত, রাজস্থানে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সরকার পাল্টালেও মরুরাজ্যে কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

ফাঁসিদেওয়ায় দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দু'জন

ফাঁসিদেওয়া, ২২ মে (হি. স.) : দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়ায় এলপিজি সিলিন্ডার ও বাঁশ বোঝাই দু'টি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে গুরুতর আহত হলেন দু'জন। ঘটনায় প্রায় আড়াই ঘন্টা বন্ধ থাকল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক।

জানা গিয়েছে, বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্তর্গত লিচু বাগান সংলগ্ন এলাকায় দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানা ও ঘোষপুকুর ফাড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চালক দুন্দিয়া সিংহকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অন্যদিকে, অপর গাড়ির চালক প্রায় দেড় ঘন্টা স্টেয়ারিং সিটে চাপা পড়ে থাকে। ক্রেন দিয়ে গাড়ি দু'টিকে সরানোর পর তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক দু'টিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সঞ্জয় দত্তের ৩০৮ জন গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে কে কে রয়েছেন জানেন ?

এই কদিন সঞ্জয় দত্ত-র বায়োপিক ”সঞ্জু” নিয়ে চারিদিকে যথেষ্ঠ আলোচনা চলছে। সকলেই প্রায় এই সিনেমা নিয়ে আলোচনা করছে, সে সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা বন্ধুদের মধ্যে। সিনেমাটির টিজার লঞ্চ হওয়ার পর থেকেই তা সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নেয়। সঞ্জুর ট্রেলার লঞ্চ হওয়ার পর তা ইউটিউবে কয়েক কোটি বার দেখা হয়েছে। সিনেমায় সঞ্জয় দত্তের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। সিনেমার ট্রেলার দেখে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন, যে তারা আসল সঞ্জয় দত্তকে দেখছেন না রণবীরকে দেখছেন। রণবীর কাপুর, সঞ্জয় দত্ত-র চরিত্রে এতোটাই ভালো অভিনয় করেছেন যে সকলেই তার প্রশংসা করছে। দর্শকরাও এই সিনেমার মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।আপনাদের জানিয়ে রাখি যে সিনেমাটি সঞ্জয় দত্ত-র বাস্তব জীবন কাহিনীর উপর নির্মিত হয়েছে। এই সিনেমায় সঞ্জয় দত্ত-র জীবনের সমস্ত উঠা-পড়া অত্যন্ত ভালোভাবে চিত্রিত হয়েছে।এই সিনেমাটি এই মাসে ২৯ তারিখ মুক্তি পাবে। এই সিনেমায় অনেক সব তারকা কাজ করেছেন। এই সিনেমায় রণবীর কাপুর ছাড়াও ভিকি কৌশল, পরেশ রাওয়াল, দিয়া মির্জা, সোনম কাপুর, মনীষা কৈরালা, জিমি সরভ, করিশ্মা তন্না এবং অনুষ্কা শর্মাও রয়েছেন। সিনেমার ট্রেলার নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা দেখেই বোঝা যায় সিনেমাটি সুপারহিট হতে চলেছে।

সিনেমার ট্রেলারে দেখানো হয়, সঞ্জয় দত্ত বলছেন, তার জীবনে ৩০৮ জন গার্লফ্রেন্ড ছিল। এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, সঞ্জয় দত্ত একজন প্লে-বয় টাইপের ছিলেন। আপনি জানলে হয়রান হবেন যে, সঞ্জয় দত্ত-র এই ৩০৮ জন গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে বলিউডের কিছু নামী-দামি অভিনেত্রীও সামিল ছিলেন। এইসব অভিনেত্রীদের নাম শুনলে আপনারও ঝটকা লাগতে পারে।টিনা মুনিম

একসময় অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত, টিনা মুনিমকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং তাকে নিয়ে বেশ পজেসিভও ছিলেন। দুজনের সম্পর্কের শুরু হয় ”রকি” সিনেমা থেকে। ওই সময় খবরও এসেছিল যে, দুজনে চুপচাপ বিয়ে করে নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে, সঞ্জয়ের নেশার প্রতি আকর্ষণ দেখে টিনা বিরক্ত হয়ে তার সাথে ব্রেক আপ করে নেন।ঋচা শর্মা

সঞ্জয় দত্ত আর ঋচার প্রথম সাক্ষাত হয় ”আগ হি আগ” সিনেমার শুটিং-এর সময়। কিছুদিনে একে অপরকে ডেট করার পর তারা বিয়ে করে নেন। দুজনের একটি কন্যাসন্তানও হয় যার নাম ত্রিশলা। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের দুজনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং ঋচা ব্রেন ক্যানসারে মারা যান।মাধুরী দীক্ষিত

মাধুরী আর সঞ্জয়ের ভালোবাসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। ”সাজন” সিনেমার শুটিং-এর সময় দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে শুরু করে। দুজনে একে অপরের সাথে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মাধুরীর বাবা এই সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি ছিলেন না, কারণ সঞ্জয় আগে থেকেই বিবাহিত ছিল। কিন্তু মুম্বাই বিস্ফোরণে নাম জড়ানোর পর মাধুরী নিজে থেকেই সঞ্জয়ের সাথে দূরত্ব তৈরি করে। এমনকি জেলে সঞ্জয়ের সাথে একবারের জন্যও দেখা করতে যাননি মাধুরী।রিয়া পিল্লাই

মাধুরীর সাথে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর সঞ্জয় ধীরে ধীরে বিখ্যাত মডেল রিয়া পিল্লাইয়ের ঘনিষ্ঠ হওয়া শুরু করেন। তারপর ১৯৯৮ সালে দুজনে বিয়ে করে নেন। রিয়ার সাথে বিয়ে করার পরেও অনেক মেয়ের সাথেই সঞ্জয়ের সম্পর্ক ছিল। এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে রিয়া, সঞ্জয়কে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২০০৫ সালে তাদের দুজনের ডিভোর্স হয়ে যায়।লিসা রে

যখন মুম্বাই বিস্ফোরণের কেসে সঞ্জয় ফেঁসেছিলেন তখন লিসার সাথে তার সম্পর্ক সবার সামনে আসে। সঞ্জয়ের স্ত্রী ঋচার মৃত্যুর পর সে খুব একা হয়ে পড়ে, সেই সময় সঞ্জয়ের জীবনের একাকিত্ব দূর করতে পাশে দাঁড়ান লিসা। কিন্তু অজানা কারণে খুব তাড়াতাড়িই তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।রেখানিজের সময়ের অন্যতম বিখ্যাত নায়িকা রেখাও একসময় সঞ্জয়ের সাথে রিলেশনে ছিলেন। ”জমীন আসমা” সিনেমার সময় তাদের দুজনের সম্পর্ক সবার নজরে আসে। এমনও খবর সামনে আসে যে, রেখা সঞ্জয় দত্তের নামে সিথিতে সিঁদুর পড়তেন। যখন তাদের দুজনকেই একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে একেবারে কাছাকাছি দেখা হয়, তখন অনেকেই বিশ্বাস করে যে তারা গোপনে বিয়ে করেছেন। কিন্তু এরকম কিছুই ছিল না, বাকি অংশের মতো এই সম্পর্কও খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়।

লেবুর খোসার যত গুণ

সাধারণত আমরা লেবু চিপে রস নিয়ে খোসাগুলো ফেলে দিই। আবার কেউ কেউ খোসাসহ চিবিয়ে খেয়ে খান। দৈনন্দিন জীবনে লেবুর খোসার ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। লেবুর খোসার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই আয়োজন।খাদ্য হিসেবেলেবুর খোসাতে রয়েছে ভিটামিন, মিনারেল। একই সঙ্গে এটি প্রাকৃতিকভাবে হজম সহায়ক। লেমন জিস্ট, লেমন সুগার, লেমন অলিভ ওয়েল কিংবা লেমন পিপার এসব নামের খাদ্য বানিয়ে খেতে পারেন।পিপড়া এবং কীটপতঙ্গদের হাত থেকে বাঁচতেবুকসেলফের নিচে, আলমারির চিপায়, দরজার পাশে সহ যে সব জায়গাতে পিপড়া অবস্থান করতে পারে সেসব জায়গায় লেবুর খোসা কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিন। পিপড়া আর ঘরে থাকবে না। মাছিও লেবু থেকে দূরে অবস্থান করে।ফ্রিজ সতেজ রাখুনফ্রিজের ভেতরে দুই একটি লেবুর খোসা রেখে দিন। ফ্রিজ থাকবে গন্ধমুক্ত এবং লেবুর সুগন্ধময়।দূর্গন্ধনাশকদূর্গন্ধময় আবর্জনার মধ্যে লেবুর খোসা নিক্ষেপ করুন। লেবুর খোসা দূর্গন্ধ শুষে নিবে।চায়ের কেটলি কিংবা কফি পট পরিষ্কার করতেজমে থাকা চায়ের দাগ পরিস্কারের ক্ষেত্রে কেটলিতে পানি নিয়ে তাতে লেবুর খোসার ছোট ছোট টুকরা দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। এক ঘন্টা পর তাপ বন্ধ করে ময়লা জায়গা পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কফি পট পরিষ্কার করতে লবণ যোগ করে তাতে বরফ ও লেবুর খোসা দিয়ে ১ থেকে ২ মিনিট ঘষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।কাটিং বোর্ড পরিষ্কারকাটিং বোর্ডের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল পরিস্কার করা সম্ভব লেবুর খোসা ব্যবহার করে। কাটিং বোর্ডের সব ময়লা দাগ পরিস্কার করতে অর্ধেক লেবু কেটে তাতে কয়েক সেকেন্ড রেখে দিলে দেখবেন পরিস্কার হয়ে গেছে।ডিসওয়াশার দুর্গন্ধমুক্তএটির মধ্যে লেবুর খোসা ঘষলে দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে যায় এবং সতেজ থাকে।মাইক্রোওয়েভ পরিষ্কারমাইক্রোওয়েভের তেল চিটচিটে হলে বাটিতে পানি নিয়ে তাতে লেবুর খোসা ছেড়ে দিয়ে গরম করতে হবে। এরপর পানি ফেলে দিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। তাতেই মাইক্রোওয়েভ ঝকঝকে হয়ে যাবে।রান্নাঘর সতেজরান্নাঘরের গন্ধযুক্ত ময়লা পরিষ্কারে লেবুর খোসা ব্যবহার করা যায়। এতে রান্নাঘর সতেজ থাকে।ড্রয়ারের সুগন্ধীলেবুর খোসা সূর্যের তাপে শুষ্ক করে ড্রয়ারে রেখে দিলে সেটি ড্রয়ারকে সুগন্ধ রাখবে।ত্বক উজ্জ্বলত্বকে মেসেজ করে ধুয়ে ফেললে নরম, কোমল ও উজ্জ্বল ত্বক পাওয়া যায়।নখ উজ্জ্বলহাত বা পায়ের নখে লেবুর খোসা ঘসলে নখ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল সাদা হয়।বয়স দাগ দূরমানুষের বয়স যখন বেড়ে যায় তখন শরীরে বয়স দাগ পড়ে। এইসব দাগের উপর লেবুর খোসা ঘষলে তা দূর হয়ে যায়।স্কিন টনিকলেবুর খোসা ত্বকে অল্প ঘষে ধুয়ে ফেললে এটি ত্বকের স্কিন টনিক হিসেবে কাজ করবে।

গেম ইজ ওভার”, আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে হুইল চেয়ারে বন্দি তাপসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে একাই রয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই কোনও একটি কারণে বেশ আতঙ্কিত তাপসী পন্নু। কোনওকিছু নিয়ে তিনি যে বেশ উদ্বিগ্ন তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। জখম পা নিয়ে হুইলচেয়ারে বসে থাকা তাপসীকে কোনও এক আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই এই আতঙ্ক থেকে বের হতে পারছেন না। মিলছে না স্বস্তি। মঙ্গলবার মুক্তি পাওয়া ”গেম ইজ ওভার” ছবির টিজারে এভাবেই ধরা পড়েছেন তাপসী পন্নু। গোটা ট্রেলার জুড়ে যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে অভিনেত্রীকে। তাঁর কম্পিউটারে অবিরত চলছে ”প্যাক ম্যান” গেম। ট্রেলার দেখে অনুমান করা যায় ছবিতে তাপসীর চরিত্রটা একজন ভিডিও গেম ডিজাইনারের। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তাপসীর আতঙ্ক শুরু হয় তাঁর বাড়িতে কোনও এক ব্যক্তির কড়া নাড়ার আওয়াজে। বেশ বোঝা যায় বাড়িতে উপস্থিত কোনও এক আযাচিত অতিথি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। প্রতি মুহূর্তে এই আতঙ্কই তাড়া করে বেড়াতে থাকে তাঁকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোনও এক ব্যক্তিকে দেখতেও পান তিনি, তারপর? ট্রেলারটি শেষ হয়েছে হুইল চেয়ার থেকে তাপসীর পড়ে যাওয়া ও কম্পিউটারের তার ও ভিডিও গেমসের রিমোটে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায়। সবমিলিয়ে ”গেম ইজ ওভার”-এর ট্রেলারটি দেখলে আপনারও হৃদস্পন্দন যে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

পাম চাষ ঃ বহুমুখী লাভের কৃষি

পাম তেলঃ পাম গাছের ফল প্রক্রিয়াজাত করে যে তেল পাওয়া যায় তাকে পাম তেল বলে। পাম ফলের মাংশল ও বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। মাংশল অংশ হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম তেল, আর বীজ (কার্নেল) হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম কার্ণেল তেল। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের শতকরা ৮০ শতাংশ পাম তেল উৎপাদন করে।

ইতিহাস ঃ পাম তেলের আদি উৎস পশ্চিম আফ্রিকা। পাম তেলের মিশরে আবির্ভাব ঘটেছে সম্ভবত: পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। মালয়েশিয়ায় ১৯১০ সালে স্কটসম্যান উইলিয়াম সিমে এবং হেনরি ডারবি নামের দুই ভদ্রলোক পাম চাষের প্রবর্তন করেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান ঃ সদ্য আহরিত পাম তেল বিটা ক্যারোট্রায়েনল নামক দুই ধরনের ভিটামিন ই অধিক পরিমাণে থাকে। অন্যান্য উদ্ভিদ ভোজ্য তেলের মতো পাম তেলও কোলেস্টেরলমুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল খাদ্যে পাম তেল ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে দেহে উপকারী ‘এইচ ডি এল’ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে এবং ক্ষতিকর ‘এল ডি এল’ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। পাম তেল রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে ফলশ্রুতিতে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। লাল পাম তেলে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই থাকে। যা গাজরের চেয়ে ১৫ গুণ এবং টমেটোর চেয়ে ৩০০ গুন বেশি। লাল পাম তেল ক্যারোটিনয়েডের উৎস হওয়ায় কয়েক ধরনর ক্যান্সারকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে। পাম তেল এবং একই পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত অন্য ভোজ্য তেল সম্বলিত খাদ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলকভাবে ঘটানো স্তন ক্যান্সারের সংগঠন ও বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই পাম তেল প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভোজ্য তেলের মধ্যে ৫০ পিপিএম পর্যন্ত কোলেস্টেরল থাকলে তা ‘কোলেস্টেরল মুক্ত’ তেল হিসেবে বিবেচিত হয়। পাম তেলের কোলেস্টেরল ৫০ পিপিএম এর নিচে যা (১৩-১৯) পিপিএম এর মধ্যে। অপরপক্ষে সয়াবিন তেলে (২০-৩৫) পিপিএম সূর্যমুখী তেলে (০৮-৪৪) পিপিএম এবং সরিষার তেলে (২৫-৮০) পিপিএম কোলেস্টেরল বিদ্যমান । চিনে পাম তেল সয়াবিন তেল, পিনাট তেল এবং শূকরের চর্বি (সবগুলোর সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত) নিয়ে এক তুলনামূলক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে এদের মধ্যে। পাম তেল দেহে উপকারি এই ডি এল’ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় এবং ক্ষতিকর ‘এল ডি এল’ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

বিবিধ ব্যবহার ঃ পরিশোধিত পাম তেল গন্ধহীন হওয়ায় এর দ্বারা ভাজা খাদ্যেও স্বাভাবিক গন্ধ বজায় থাকে। পাম তেল অর্ধজমাট ঘনত্বে থাকার জন্যে এমন কিছু ভৌতগুণ ধারণ করে যা অনেক খাদ্য প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয়। পাম তেল ভোজ্য তেল ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহর হয়। সাবান, ডিটারজেন্ট, ফ্যাটি এসিড, ফ্যাটি অ্যালকোহল, গ্লিসারিন উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট , কেক, আইসক্রিমসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরিতে পাম তেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। চর্বি উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে পাম তেল সকলের পছন্দনীয়। পাম তেল থেকে তৈরি হয় সলিড ফ্যাট যেমন বনস্পতি যা স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম কারণ পাম তেলকে হাইড্রোজিনেশন করার প্রয়োজন হয় না বলে এতে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাটি এসিড থাকে না। পাম গাছের কাণ্ড, পাতাত, ফলশূন্য , কাঁদি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। পদ্মাগুম গাছের পাতা ও ফলশূন্য কাঁদির আঁশকে প্রক্রিয়াজাত করে মধ্য ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড ও চিপবোর্ড তৈরি করা যায়।

চাষাবাদ ঃ পাম গাছের চাষের জন্য মোটামুটি তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে ভাল। প্রতিদিন ৫ ঘন্টা অথবা বার্ষিক মোট ২০০০ ঘন্টা সূর্যালোক দরকার। সমতল, ভারি, জল ধারণক্ষম পলিমাটি পাম চাষের জন্য আদর্শ। পাহাড়ি এলাকা, অনাবাদি জমি, সড়ক মহাসড়কের পাড়, পুকুর পাড়, অব্যবহৃত স্থানে পাম গাছ রোপণ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১২০ টি থেকে ১৫০ টি চারা অথবা ৯.৫ মিটার দূরে দূরে প্রতি হেক্টর জমিতে ১২৮ টি চারা রোপণ করা যায়। বীজ হতে চারা তৈরি করতে এক বছর সময় লাগে। চারা রোপণের তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ফল ধরে। রোপিত চারা ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফল দিতে পারে ৯.৫ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্ত জৈব সার দ্বারা ভরাট করতে হবে। জৈব সার শোধন করার জন্য একদিন তামাক পাতা ভেজানো জল ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি গর্তে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টি এস পি এবং ৫০০ গ্রাম ওমওপি সার প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে চারা রোপণের আগে অবশ্যই গর্তের জৈব সার বা কম্পোস্ট ভালোভাবে ওলট পালট করে গ্যাস বের করে দিতে হবে যাতে চারা গাছের কোন ক্ষতি না হয়। চারা রোপণের পর সবসময় মাটিতে যাতে জল থাকে সেজন্য সেচ দিতে হবে। ইঁদুরের আক্রমণ রোধ করার জন্য শতকরা ২ ভাগ জিংক ফসফাইট বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। গন্ডার পোকার আক্রমণে গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়। গোঁড়া পচা রোগ যা গন্ডদ্ধারমা বোনিনেন্স নামক জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। এ রোগের কারণে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে। আই পি এম পদ্ধতিতে পোকাদমন ব্যবস্থা রহণ করলে আক্রমণ রোধ করা যেতে পারে।

ফল সংগ্রহ ঃ সারা বছরই পাম গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। ফিলিপাইনের আর বি এ পি এর একটি প্রকাশনা অনুযায়ী চারা রোপণের ২৬ মাস থেকে ৩০ মাসের মধ্যেই ফসল সংগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছায়। এক হেক্টর জমির পূর্ণবয়স্ক গাছে গড়ে বছরে কাঁদিসহ ফল ১৯.১ মে. টন পাওয়া যায়। মাসে তিন বার বা ১০ দিন পর ফল সংগ্রহ করা ভাল।

তেল প্রস্তুত ঃ পরিপক্ক পলগাছ থেকে কাঁদিসহ কেটে নামিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর ফলগুলোকে পাত্রের মধ্যে জলসহ ফুটাতে হবে এতে ফলগুলো নরম হয়। এবার নরম ফলগুলোকে হাতে চেপে রস বের করতে হবে। তারপর জলমিশ্রিত এ রসকে একটি পাত্রে রেখে চুলায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে রেখে চুলদ্ধায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে বিদ্যমান জল বাষ্পাকার বের হয়ে যাবে বেং পাত্রের মধ্যে পাম তেল জমা থাকবে। এভাবে প্রাপ্ত তেল ছেঁকে বোতলে সংগ্রহ করে রাখলে ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

কানের রেড কার্পেটে হিনা খান ! ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়

কান চলচ্চিত্র উতসবের রেড কার্পেটে ছোটোপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিনা খান। এটি তাঁর প্রথমবার কানের রেড কার্পেটে হাঁটার সুযোগ। কেমন সাজলেন, কেমন হাঁটলেন? এই নিয়ে দর্শক-অনুরাগীদের কৌতুহল আর উতসাহের অন্ত ছিল না। তাই রেড কার্পেটে হিনা খানের হাঁটার পরই ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারগিল যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি শর্ট ফিল্ম ”লাইন”-এর স্ক্রিনিংয়ে গিয়েছিলেন হিনা।একটি সুন্দর ধুসর রঙের ঝলমলে গাউনে ২০১৯ কানের শর্ট ফিল্ম লাইনসের রেড কার্পেটে হাঁটলেন হিনা। ভারত থেকে প্রসূন যোশী এবং একতা কাপুরের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন হিনাও। ছিলেন পরিচালক ভিগনেশ শিবনও।যাইহোক, শুধু কান উতসবে নয়, ছুটি কাটাতে দারুণ আনন্দ করলেন প্যারিস শহরেও। দেখলেন প্যারিসকেও।হিনার রেড কার্পেটের পর টুইটার হ্যান্ডেলে কে, কী প্রতিক্রিয়া দিল নিজেরাই দেখে নিন।

দক্ষিণী অভিনেতা প্রভাসের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে অবাক হবেন

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ রাজনীতির ময়দানে বহু নেতাদের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আমরা অবাক হই। কিন্তু বলিপাড়ার এক এক অভিনেতাও পিছিয়ে নেই। তবে দক্ষিণী এই হ্যান্ডসাম অভিনেতার মোট সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আপনি অবাক হবেন। প্রায় সতেরো বছরের কেরিয়ার। দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বড় নাম প্রভাস প্রায় ১৯৬.৩৫ কোটি টাকার মালিক। তাঁর বার্ষিক আয় ৪৫ কোটি টাকা। হায়দরাবাদে প্রভাসের রয়েছে এক বড় ফার্ম হাউজ।

প্রভাস কিছুদিন আগেই একটি গাড়ি কিনেছেন। যার দাম ৬৮ লাখ টাকা। গাড়িটি হল স্কঔড৩। এছাড়াও প্রভাসের কাছে রয়েছে ২ কোটি টাকা মূল্যের জাগুয়ার। প্রভাসের কাছে রয়েছে আট কোটি টাকা মূল্যের রোলস রয়েজ।

উষ্ণায়ন নিয়ে বড় বিপর্যয়ের ঝুঁকি দেখছেন বিজ্ঞানীরা

প্যারিস চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলেও বৈশ্বিক তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা । তাদের মতে, এটা হলে নিউইয়র্ক ও সিডনির মতো উপকূলীয় অনেক শহর ও দ্বীপে আর মানুষের বসতি থাকবে না জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক ও অস্ট্রেলিয়ার একদল বিজ্ঞানীর একটি যৌথ গবেষণায় হতাশাজনক এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেছে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অর্জন হলে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি প্রাক শিল্প যুগের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তন বিপর্যয়কর পর্যায়ে চলে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও সুইডিশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্টকহোম রেজিলিয়েন্স সেন্টারের জলবায়ুর গবেষক উইল স্টেফেন এই গবেষণা প্রতিবেদনের লিড অথোর। তিনি বলেন, ‘মানুষ য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে, সেটাই পৃথিবীর তাপমাত্রার মূল নিয়ামক নয়। আমাদের গবেষণা বলছে, মানবসৃষ্ট কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে তা পৃথিবীর অন্যান্য ব্যবস্থায়ও প্রভাব ফেলবে, যাকে ফিডব্যাক’ বলা হয়। এটা আরও উষ্ণতা তৈরি করতে পারে, এমনকি আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করলেও তা হতে পারে। এ ঘটনায় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দীর্ঘমেয়াদে প্রাক শিল্প যুগের চেয়ে ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হতে পারে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, উষ্ণতা এভাবে বাড়লে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১০ থেকে ৬০ মিটার বাড়বে। ভেনিস, নিউইয়র্ক, টোকিও ও সিডনির মতো উপকূলীয় অনেক শহর প্লাবিত হবে। এ ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহরে আর মানুষের বসবাস থাকবে না। বিজ্ঞানীরা একে হটহাউজ আর্থ’ ক্লাইমেট সিনারিও বলছেন। সোমবার প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের বা পি এন এ এসে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি বৃদ্ধিতে ক্লাইমেট সিস্টেম কেমন হবে, তা বেশ কয়েকটি মডেলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হিমবাহের গলন, হিমৈশল গলে যাওয়া, সমুদ্রে ব্যাকটেরিয়া ও কার্বন সিংকে দুর্বল হয়ে পড়ার মধ্যে সম্পর্ক ও চেইন রিঅ্যাকশন দেখা গেছে। ফিডব্যাক প্রক্রিয়া হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তন, বনের ওপর প্রভাব ও হিমৈশলের গলনে তাতে বিদ্যমান কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ ঘটে তা পরিবেশের অন্যান্য। ‘শত্রুদের’ ওপর প্রভাবফেলে। এতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিভিন্ন উপাদানে সংরক্ষিত কার্বন নিঃসরণ ঘটে তা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। ফিডব্যা ক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তুষারপাত, বজ্রঝড় হয়ে থাকে বলে জানান স্টকহোম রেজিলিয়েন্স সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক জোহান রকস্ট্রম। “ এ সব টিপিং এলিমেন্ট সারিবদ্ধ ডোমিনোর মতো আচরণ করে। একবার কোনোটা দুর্বল হলে সেটা পৃথিবীর সিস্টেমের আরেকটিতে আঘাত করে। সব ডোমিনোকে ধসের হাত থেকে রক্ষা করা খুব কঠিন বা অসম্ভব হয়ে ওঠে।” এরপর পৃথিবী ক্রমশ বাড়তে থাকা তাপমাত্রায় উষ্ণ হতে থাকে। এমনকি মানুষ পুরোপুরি গ্রিন হাউস নিঃষরণ বন্ধ করলেও তা হতে থাকবে। যদি ‘হটহাউজ আর্থ’ বাস্তবে হয়, তাহলে পৃথিবীর অনেক জায়গা বসবাসর অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে, “ বলেন রকস্ট্রম।

ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ বিজ্ঞানসম্মতভাবেই ভিত্তিহীন

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : ইভিএম-এর ব্যাপারে বিরোধীদের অভিযোগ যা-ই হোক না, বাস্তবে এটা কোনওভাবে সম্ভব নয় বলে ওয়াকিবহাল মহলের দাবি। তা সত্বেও এ নিয়ে গুজবে ম ম করছে গোটা দেশ। নির্বাচন কমিশনের তরফেও এই ব্যাপারে দুর্নীতির তত্ব খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর এবং দোমারিয়াগঞ্জে স্ট্রংরুমের বাইরে ইভিএম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাবি করে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন দলের কর্মীরা। সমাজবাদী পার্টির সমর্থকদের রেকর্ড করা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি গণনাকেন্দ্রের বাইরে গাড়ি থেকে ইভিএম নামিয়ে সেগুলিকে কেন্দ্রেরই একটি ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, ওই ইভিএমগুলি চান্দাউলির সাকালডিহা বিধানসভা কেন্দ্রে রিজার্ভ হিসেবে রাখা ছিল। প্রক্রিয়াগত জটিলতায় সেগুলি গণনাকেন্দ্রে দেরিতে পৌঁছয়। প্রশাসন ইভিএম বদলে ফেলার চেষ্টা করছে অভিযোগ তুলে একটি স্ট্রংরুম ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান সপা-বসপা অনুগামীরা। গাজিপুরে তোলা একটি ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, একটি গাড়িতে ইভিএম ভর্তি করে তা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিস ও জেলা প্রশাসন। বাদা দেন অনেকে। পুলিস ওই এলাকা থেকে তাঁদের সরানোর চেষ্টা করলে সমস্যা দেখা দেয়। পরে ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রয়োজনীয় আশ্বাস দেওয়ার পর বিক্ষোভ-অবস্থান উঠে যায় বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

দোমারিয়াগঞ্জে স্ট্রংরুম থেকে একটি মিনি ট্রাকে ইভিএম বোঝাই করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটিকে ধরে ফেলে সপা-বসপা কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, ইভিএমে কারচুপি করার জন্যই সেগুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিক্ষোভের মুখে ইভিএমগুলিকে ফের স্ট্রংরুমে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের আগে অতিরিক্ত ইভিএমগুলি পাঠানো হয়েছিল। সপ্তম দফার ভোটের আগে সেগুলিই ফেরত পাঠানো হচ্ছিল। মহারাজগঞ্জ ও সারন কেন্দ্রের কিছু জায়গায় ইভিএম নিয়ে সন্দেহজনক গতিবিধির খবর মিলেছে বলে দাবি করেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বেশ কিছু জায়গা থেকেও একই ধরনের অভিযোগ মিলেছে। ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডুও। কারচুপির অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ কমিশন। স্ট্রংরুমের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ইভিএম নিরাপদ রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। যে ইভিএমগুলিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে সেগুলিকে বদলে নতুন ইভিএম আনা হচ্ছে বলে বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলেছে, তাও খারিজ করে দেয় কমিশন। এক বিবৃতিতে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, 'প্রতিটি কেন্দ্রে ইভিএম সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে রাখা হয়েছে। স্ট্রংরুমগুলি পাহারার দায়িত্বে রয়েছে সশস্ত্র জওয়ানরা।'

শেঠ জয়পুরিয়া কলেজের প্রাক্তনী সুবিকাশ মুখার্জি লিখেছেন, "এতদিন ছিল ইবিএম হ্যাক করার গল্প। যখন সেই গল্প মুখ থুবড়ি খেয়ে পড়লো, তখন শুরু হলো ইবিএম বদল করার গল্প। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় কিছু শিক্ষিত মানুষ, যারা নিজেরাও হয়তো ভোটের ডিউটি করেছে, তারাও ছড়াচ্ছে এই গল্প।মানে হতাশাটা কোন লেভেলে গেলে এই রকম গল্প তৈরি করা হয়!! ইভিএম মেশিন চেঞ্জ করার গল্প একটা অবাস্তব, হাস্যকর, এবং নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকানোর জন্য অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। ইভিএম মেশিন চেঞ্জ করা আদৌ বাস্তবে সম্ভব! ইভিএম বদল করলে ১) এর তথ্য বদল হয়ে যাবে, ২)

ইবিএম-এর সিরিয়াল নম্বর বদলে যাবে, ৩) কন্টোল ইউনিটের সিরিয়াল নম্বর বদলে যাবে, ৪) ভিভিপ্যাটের নম্বর বদলাবে, ৫) ভিবিপ্যাট স্লিপগুলোকে মেলাতে হবে নতুন ইবিএমে প্রদত্ত ভোটের সাথে, ৬) পেপার সিলের নম্বর বদলে যাবে, ৭) স্ট্রিপ সিলের নম্বর বদলে যাবে, ৮) পেপার সিলে

প্রদত্ত প্রিসাইডিং অফিসারের সই, পোলিং এজেন্টদের সই, তাদের সিল সব কিছুকে জাল করতে হবে, ৯) যন্ত্রগুলোতে যে গালা সিল দেওয়া থাকে, যেখানে এজেন্টদের সিঢ়ও দেওয়া থাকে, সেগুলোকেও ভাঙতে হবে, এবং জাল করতে হবে।

১০) মার্কড কপি চেঞ্জ করতে হবে। ১১) প্রতিটা এজেন্টের বাড়ি গিয়ে গিয়ে ১৭সি আবেদনপত্র বদল করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে তাঁদের অন্য একটি করে এই আবেদনপত্র দিতে হবে, যেটাতে প্রিসাইডিং অফিসারের সইকে জাল করতে হবে। ১৩) প্রতিটা পোলিং এজেন্টকে টাকা-পয়সা, ধমকি দিয়ে রাজি করাতে হবে যাতে তারা কাউন্টিং এর সময় কোনো ঝামেলা না করে, এই জালিয়াতির খবর যেন কাউকে না দেয়। ১৪) ভোটার টার্ন আউট রিপোর্ট বদলাতে হবে। ১৫) যদি ব্যবস্থা থাকে তো, সেই গুলোকে মুছে ফেলতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, কোনও নিরাপদ স্থানে ওই একটি মিথ্যে বুথের পরিকাঠামো তৈরি করে সেখানে ওই বুথের ভোটারদের প্রলোভন দিয়ে ডেকে মিথ্যা ভোট দেওয়ার ভিঠিও রেকর্ডিং করতে হবে। ১৬) নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ২ ঘন্টা পর পর ভোটার টার্ন আউট রিপোর্ট পাঠাতে হয়, সেগুলোকে মুছে ফেলতে হবে। ১৭) হোয়াটসঅ্যাপ কোম্পানির সাথে কথা বলে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত রিপোর্ট সেক্টর অফিসারদের পাঠাতে হয়েছিল, সেগুলোকেও মুছে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন করে 'রিপোর্ট' ঢোকাতে হবে। সেই সঙ্গে রিপোর্ট পাঠানোর তারিখ ও সময় ঠিক রাখতে হবে।

এগুলো ছাড়াও, আরও কয়েকটি বিষয় হল: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের, ডিএম-দের, এসপি-দের, সুপারভাইসরদের নিজের দলে আনতে হবে। রাজ্যের বিরোধী দলকে এবং রাজ্যের সমস্ত জনগণকে বাগে আনতে হবে। সংবাদ মাধ্যমকে কানা, কালা, বোবা, হতে হবে। সমস্ত শিক্ষিত লোককে মূর্খের ডাঙ হতে হবে, যাতে সবাইকে যা বোঝাবো তাই বুঝবে। এর পর ভাবুন, এতসব কিছু করার পর একটাও ইভিএম বদলাতে পারবে কোনও দল? আর একটু জোর লাগিয়ে ভাবুন, একটা ইভিএম বদলাতে যদি এতটা কাঠখড় পোড়াতে হয়, তা হলে একজন সাংসদকে জেতাতে হলে কত হাজার ইভিএম বদলাতে হবে, এবং সেটা করার জন্য কত কাঠখড়, পোড়াতে হবে। ভাবুন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে লোকসভাতে সরকার গঠন করতে হলে, কতগুলো সাংসদকে অসৎ উপায়ে জিততে হবে, তার জন্য কত লাখ ইভিএম বদল করতে হবে, এবং তার জন্য কী কী করতে হবে। সেই সঙ্গে দেশের সমস্ত নাগরিককে সেই রাজনৈতিক দলের অসৎ কর্মকান্ডকে সমর্থন করতে হবে। আর যদি কোনও রাজনৈতিক দলকে বা সেই দলের কার্যকলাপকে দেশের সমস্ত বা বেশিরভাগ জনগণ সমর্থন করে, তাহলে সেই রাজনৈতিক দলের ইভিএম হ্যাক করার বা ইভিএম বদল করার দরকার টাই বা কি?

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গুয়াহাটি নিয়ে আসা হয়েছে জু-রোড বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত বিজয়কে

গুয়াহাটি, ২২ মে (হি.স.) : কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে মঙ্গলবার রাতেই গুয়াহাটি নিয়ে আসা হয়েছে জু-রোড বিস্ফোরণের অন্যতম মূল অভিযুক্ত বিজয় অসমকে। গতকাল তাকে তিনসুকিয়া জেলার ডুমডুমায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। মহানগরের লতাশিল থানায় তাকে পুলিশের তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা টানা জেরা করছেন। পুলিশের ধারণা, তাকে জেরা করে ইতিপূর্বে গ্রেফতার প্রাণময় রাজগুরু এবং জাহ্নবী শইকিয়া সম্পর্কে আরও গোপন তথ্য উদ্ধার হবে।

পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার জানিয়েছেন, ডাউন টাউন হাসপাতালের একটি ভিডিও ফুটেজ তাকে গ্রেফতারে সহায়তা করেছে। সম্প্রতি ওই হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল প্রাণময় রাজগুরু ও জাহ্নবী শইকিয়া। নাম বদল করে তার চিকিৎসা করানো হয়েছিল। বিজয় অসম তার আসল নাম নয়। ফুটেজে পরিষ্কার তাদের তিনজনকে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত, প্রাণময় ও জাহ্নবী বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে। পুলিশ কমিশনার জানান, বিজয় অন্য হত্যাকাণ্ড মামলার অভিযুক্তও। ২০১১ সালে গুয়াহাটিতে রূপালি রংপি নামের জনৈক মহিলাকে খুনের অভিযোগে কারাবাস হয়েছিল তার।

গত ১৫ মে রাতে ঘটনায় সময় জাহ্নবী (গ্রেফতার) স্কুটি চালিয়েছিল। তার পিছনের আরোহী ছিল বিজয়। সে-ই গ্রেনেডটি ছুঁড়ে মেরেছিল। ঘটনার আট ঘণ্টার মধ্যে ভোর প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে নামঘর পথে অবস্থিত মসজিদ রোডের ১০ নম্বর বাড়িতে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের পদস্থ অফিসারদের নিয়ে উপ-পুলিশ কমিশনার হানা দিয়ে আলোচনাপন্থী প্রাণময় রাজগুরুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় জাহ্নবী দাস শইকিয়া নামের মহিলা অভিযুক্তকে। জাহ্নবী অসমিয়া টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী। নামঘরের বাড়িটি ঘটনার দশদিন আগে ভাড়া নিয়েছিল জাহ্নবী। ওই অভিযানে অভিনেত্রীর ঘর থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল ৩৫ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, এক্সপোজার তিন ব্যাগ, ৪০ কিলোগ্রাম গ্রেনেড তৈরির বিস্ফোরক সামগ্রী, পরেশ বরুয়ার আলফা (স্বাধীন)-এর পতাকা, আলফাকে লেখা চিঠি, এএস ০১ ডিকিউ ৪৪২০ নম্বরের হোন্ডা ডিও স্কুটি-সহ আরও বহু আপত্তিকর নথি-সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ওই স্কুটিই সে-রাতে সংগঠিত গ্রেনেড হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। স্কুটিটিও ঘটনার দিন সকালে দুদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিল জাহ্নবী শইকিয়া।পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে প্রাক্তন আলফা নেতা তথা বোম এক্সপার্ট অমৃতবল্লভ গোস্বামীকে গোলাঘাট থেকে, নবনিযুক্ত আলফা-র ক্যাডার ইন্দ্রমোহন বরাকে নগাঁও-এর পুরণিগুদাম এলাকার সলসলি থেকে এবং গুয়াহাটির সুন্দরপুর থেকে চিন্ময় লহকর নামের তৃতীয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে তারা এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। তিনি জানান, এই মামলার তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে।

ওড়িশায় দুই বৌকে হত্যা করে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

বীরপদা (ওড়িশা), ২২ মে (হি.স.) : নিজের দুই বৌকে হত্যা করে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার বীরপদা সদর থানার অন্তগর্ত তাদিকিসোল গ্রামে।

বুধবার জেলার এসডিপিও কৃষ্ণপ্রসাদ পট্টনায়ক জানিয়েছেন, আত্মঘাতী হওয়া আদিবাসী ওই ব্যক্তির নাম শ্যাম মারান্ডি। বয়স ৫৫। প্রায়ই তাঁর দুই বৌ ফুলমণি মারান্ডি (৫২) এবং সালখু মারান্ডি (৫১) মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। মঙ্গলবার রাতে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। রাগে ও ক্ষোভে হাতুড়ি দিয়ে নিজের দুই বৌকে হত্যা করে শ্যাম মারান্ডি। পরে গাছে ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ওই ব্যক্তি। বুধবার সকালে গ্রামবাসীরা খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ দেহগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পিআরএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। এর পেছনে কোনও অন্য রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুঞ্চ সেক্টরে প্রশিক্ষণের সময় বিস্ফোরণ আহত ৮ জন সেনা জওয়ান

জম্মু, ২২ মে হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরের মেন্ধর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর (এলওসি) প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত বিস্ফোরণে আহত হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৮ জন জওয়ানঊ আহত সেনা জওয়ানদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ বাকি ৭ জনের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীলঊ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন,বুধবার পুঞ্চ সেক্টরের (মেন্ধর) ঢেরা ডাবসি এলাকায় প্রশিক্ষণের সময় আচমকাই বিস্ফোরণ হয়ঊ

জোরালো বিস্ফোরণে আহত হন ৮ জন সেনা জওয়ানঊ তাঁদের মধ্যে একজন সেনা জওয়ানের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ ৮ জন সেনা জওয়ান আপাতত নিকটবর্তী সেনা স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিতাধীনঊ পদস্থ একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊপ্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণের সময় অসাবধানবশত বিস্ফোরণের কারণে এই বিপত্তি।

জমি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে আহত চার বাসন্তীতে

বাসন্তী, ২২ মে (হি. স.) : জমি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠী। ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার ৮ নম্বর খড়িমাচান গ্রামে। আহতদের বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার

ছয়ের পাতায়

বুধবার লোক জনশক্তি পার্টির কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ছবি- নিজস্ব।

দেশ বিরোধী শক্তিকে সমর্থন করছে বিরোধী দলগুলি, তোপ স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : দেশবিরোধী শক্তিকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী স্মৃতি ইরানি।

বুধবার ট্যুইট করে স্মৃতি ইরানি লেখেন, জনগণ বনাম বিরোধীদের মধ্যে লড়াই হয়েছে এই নির্বাচনে। ভারতকে টুকরো করার স্লোগান দেওয়া অরাজক শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ। ভারতের প্রতি যে সকল মানুষ দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

নির্বাচনী প্রচারে যে ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আপত্তিজনক মন্তব্য করেছে বিরোধীরা সেই বিষয়ে সরব হয়ে স্মৃতি ইরানি ট্যুইটারে লেখেন, বিগত পাঁচ বছরে প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক এবং কুরুচিকর মন্তব্য করেছে বিরোধীরা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিটি উদ্যোগে দেশবাসী যে ভাবে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে দলীয় কর্মকর্তা হিসেবে আমরা গর্বিত।

উল্লেখ্য, ২৩ মে ভোটগণনা হবে। প্রায় সাত দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। আমেঠিতে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে বিজেপি সদর দফতরে নৈশভোজের আয়োজন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এমনকি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্মৃতি ইরানি।

ফল প্রকাশের আগের দিন পুনর্নির্বাচন কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের একটি বুথে

কলকাতা, ২২ মে (হি.স.): কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বিধানসভার সংস্কৃত কলেজের ১নম্বর রুমে ২০০ নম্বর বুথে বুধবার পুনর্নির্বাচন চলছেঊ ফল ঘোষণার একদিন আগে ফের নির্বাচন হচ্ছে এই বুথেঊ শেষ দফার ভোটে ওই বুথে মক পোলের ভোট না মুছেই আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ শুরু হয় বলে অভিযোগ ওঠেঊ এর ভিত্তিতেই আজ আবার পুনরায় ভোট গ্রহণ হচ্ছে ওই বুথেঊ এদিন সকাল ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্তঊ

মক পোলের ভোট না মুছেই চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ শুরু হয় বলে অভিযোগ ওঠে ওই কেন্দ্রেঊ এই ঘটনার পর আসল ভোটারদের খোঁজ শুরু হয়। সূত্রের খবর, ১৩ জনের মধ্যে ১১ জনকে ফের বুথে নিয়ে এসে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপরই নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট তলব করে। পর্যবেক্ষকরা স্ক্রুটিনি করে কমিশনে রিপোর্ট জমা দেন। তারপরই কমিশনার পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়।আগামীকাল বৃহস্পতিবার গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে। তার ঠিক ২৪ ঘন্টা আগে কলকাতার একটি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রেফতারি থেকে সাময়িক রেহাই, অর্জুনকে পাঁচদিনের জন্য সুরক্ষা প্রদান শীর্ষ আদালতের।

গ্রেফতারি থেকে সাময়িক রেহাই, অর্জুনকে পাঁচদিনের জন্য সুরক্ষা প্রদান শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ মে (হি.স.): গ্রেফতারি থেকে সাময়িকের জন্য রেহাই পেলেন বারাকপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংঊ আগামী পাঁচ দিনের জন্য বারাকপুর সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে 'রক্ষাকবচ'প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালতঊ আর তাই আগামী ২৭ মে পর্যন্ত অর্জুন সিংকে গ্রেফতার করা যাবে নাঊ ভোট-পরবর্তী হিংসায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত ভাটপাড়ায়ঊ গত রবিবার ভোটের দিন শুরু হয়েছিল গোলমালঊ ১৪৪ ধারা জারির পরও হিংসায় রাশ টানা যায়নিঊ ট্রেন রুখে আন্দোলনের পাশাপাশি যাত্রীদের লক্ষ্য করে বোমা ও ইট-পাথর ছুড়ে ত্রাস তৈরি করে একদল দুষ্কৃতীঊ কাঁকিনাড়ায় বোমার শব্দ ও রেল অবরোধ দিয়ে দিনের শুরু হয়ঊ

সূত্রের খবর, এ সবের মাঝেই অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশঊ গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংঊবুধবার অর্জুন সিংকে সাময়িকের জন্য গ্রেফতারি থেকে রেহাই দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতঊ এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি এম আর শাহ-র বেঞ্চ আগামী পাঁচ দিনের জন্য অর্জুন সিংকে 'রক্ষাকবচ' প্রদান করেছে।

আইনজীবীদের কর্মবিরতি, এবার উদ্যোগী হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : আইনজীবীদের কর্মবিরতির রাশ টানতে এবার প্রকাশ্যে উদ্যোগী হচ্ছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, হাওড়া কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্ট কী রায় দেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ আইনজীবী।

গত ২৪ এপ্রিল থেকে চলছে এই কর্মবিরতি। এর মেয়াদ ইতিমধ্যে দু'বার বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে ওই কর্মবিরতি আগামী পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কশাল, শিয়ালদহ ও আলিপুর আদালতে বহু মামলার তারিখ পড়া ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। বহু বিচারপ্রার্থী এই কর্মবিরতির জেরে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন।

এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকারও। সূত্রের খবর' বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বার কাউন্সিলের কর্তা তথা তৃণমূল নেতা অশোক দেবের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি বৈঠকে বসবেন। কাউন্সিলের এক সদস্য জানান, উচ্চ আদালতের সদর্থক নির্দেশ পাওয়া গেলেই এই কর্মবিরতির বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলে আলোচনায় বসা হবে। এদিকে, লাগাতার এই কর্মবিরতির জেরে রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টের কাজকর্ম লাটে উঠেছে। হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী পড়েছেন চরম সমস্যায়। তাঁরা আদালতে আসছেন, আর ফিরে যাচ্ছেন। এতে তাঁদের সময় ও অর্থ দুই'ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে হাজার হাজার গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানির। জেলা ও মহকুমা কোর্টের মতো শহরের কোর্টগুলি থাকছে শুনশান।

থমথমে ভাটপাড়া : বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু একজনের, আহত আরও দু'জন

ভাটপাড়া (উত্তর ২৪ পরগনা), ২২ মে (হি.স.): ভোট-পরবর্তী হিংসায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত ভাটপাড়ায়ঊ পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন বহু মানুষঊ ভাটপাড়ার অশান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে সেনা অথবা আধা সেনা নামানোর জন্য রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে আর্জিও জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিঊ এত কিছুর পরও শান্ত হচ্ছে না ভাটপাড়াঊ এবার ভাটপাড়ায় বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হল একজনেরঊ এছাড়াও আরও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতের ঘটনাঊ পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে ভাটপাড়ায় বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একজনেরঊ এছাড়াও আরও দু'জন আহত হয়েছেঊ বিস্ফোরণের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করেছেঊ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ, সূত্র মারফত এমনই জানা গিয়েছেঊ যদিও, বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, বোমা বাঁধতে গিয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊ দু'জনই তৃণমূল কর্মীঊ মঙ্গলবার রাতের ঘটনার পর থেকে আরও থমথমে ভাটপাড়াঊ বুধবার সকালে বিভিন্ন জায়গায় রুটমার্চ করে নিরাপত্তা বাহিনী।

পুঞ্চ সেক্টরে প্রশিক্ষণের সময় বিস্ফোরণ : মৃত্যু সেনা জওয়ানের, গুরুতর আহত ৭

জম্মু, ২২ মে হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরের মেন্ধর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর (এলওসি) প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ানঊ এছাড়াও আরও ৭ জন নিরাপত্তা রক্ষী কমবেশি আহত হয়েছেনঊ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার পুঞ্চ সেক্টরের (মেন্ধর) ঢেরা ডাবসি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর টহল দিচ্ছিলেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরাঊ

টহল দেওয়ার সময় আচমকাই বিস্ফোরণ হয়ঊ জোরালো বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৮ জন সেনা জওয়ানঊ তাঁদের মধ্যে একজন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি ৭ জন সেনা জওয়ান নিকটবর্তী সেনা স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিতাধীনঊ পদস্থ একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আইইডি বিস্ফোরণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই সেনা জওয়ানেরঊ তবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণের সময় অসাবধানবশত বিস্ফোরণ হয়েছে।

মুম্বই বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল টিম ইন্ডিয়া

মুম্বই, ২২ মে (হি.স.) : বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে বুধবার ভোরে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল টিম ইন্ডিয়া। আগামী ৩০ মে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে শুরু হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপ। কেনিংটন ওভালে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজক ইংল্যান্ডের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আরও কয়েকদিন পর। ৫ জুন টাইটানিকের শহর সাউদাম্পটনের রোজ বোলে বিরাটদেরও প্রথম প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার বিশ্বকাপের ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন বিরাট। ১৯৯২-এর পর বিশ্বকাপের নতুন ফর্ম্যাটকে চ্যালেঞ্জিং বলছেন ভারত অধিনায়ক। ১৯৯২-এর চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে বিরাটরা মাঠে নামে ১৬ জুন।

দেশ ছাড়ার আগে মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতর মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কোহলি ও কোচ রবি শাস্ত্রী। ২৭ বছর পর ফের বিশ্বকাপ ফিরেছে রাউন্ড-রবিন ফর্ম্যাটে। শেষবার এই ফর্ম্যাটে একদিনের বিশ্বকাপ হয়েছিল ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে। এই ফর্ম্যাটের বিশ্বকাপকে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বলছেন ভারত অধিনায়ক।এর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ২০১১ ও ২০১৫ বিশ্বকাপ খেলেছেন কোহলি।বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে তিন ম্যাচে দুই দলই ৩৪০ প্লাস রান তুলেছে। এই সিরিজ দেখেই বিরাট মনে করেন, বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচই হাই স্কোরিং হতে চলেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারত অধিনায়ক বলেন, 'বিশ্বকাপে এবার হাই স্কোরিং ম্যাচ আশা করছি। সেই অনুয়ায়ীই দল প্রস্তুতি নিয়েছে।

কুলগাম এনকাউন্টার : নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম দু''জন হিজবুল সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২২ মে (হি.স): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার গোপালপোরা অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী।

ছয়ের পাতায়

গ্রেফতারি থেকে সাময়িক রেহাই, অর্জুনকে ২৮ মে পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ মে (হি.স.): গ্রেফতারি থেকে সাময়িকের জন্য রেহাই পেলেন বারাকপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংঊ আগামী ২৮ মে পর্যন্ত বারাকপুর সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে 'রক্ষাকবচ'প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালতঊ আর তাই আগামী ২৮ মে পর্যন্ত অর্জুন সিংকে গ্রেফতার করা যাবে নাঊ ভোট-পরবর্তী হিংসায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত ভাটপাড়ায়ঊ গত রবিবার ভোটের দিন শুরু হয়েছিল গোলমালঊ ১৪৪ ধারা জারির পরও হিংসায় রাশ টানা যায়নিঊ ট্রেন রুখে আন্দোলনের পাশাপাশি যাত্রীদের লক্ষ্য করে বোমা ও ইট-পাথর ছুড়ে ত্রাস তৈরি করে একদল দুষ্কৃতীঊ কাঁকিনাড়ায় বোমার শব্দ ও রেল অবরোধ দিয়ে দিনের শুরু হয়ঊ

সূত্রের খবর, এ সবের মাঝেই অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রায় ২০টি ফৌজদারী মামলা রুজু করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশঊগ্রেফতারি থেকে বাঁচতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংঊ বুধবার অর্জুন সিংকে সাময়িকের জন্য গ্রেফতারি থেকে রেহাই দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চঊ এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি এম আর শাহ-র বেঞ্চ আগামী ২৮ মে পর্যন্ত অর্জুন সিংকে 'রক্ষাকবচ' প্রদান করেছে।

হোটেলে বচসা ছুরিকাঘাতে আহত ৪

দিঘা, ২২ মে (হি.স): হোটেলে খাওয়ার কেনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় কথা কাটাকাটি তারই মধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে হোটেল মালিকের স্বামীর ছুরির ঘায়ে জখম হলেন ৪ যুবক। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে পূর্ব মেদিনীপুরের ওল্ড দিঘা এলাকায়।

খবর পেয়ে রাতেই আহত চার যুবককে উদ্ধার করে দিঘা হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছে মহিলা হোটেল মালিক সহ দুজন। ছুরিকাহতরা হলেন শিবাজী চন্দ, পল্টু হাজরা, সন্দীপন দাস। তাঁদের প্রথমে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং পরে অবস্থার অবনতি দেখে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দিঘা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শান্তনু শুঁই নামের অপর এক আহত যুবককে। আহত চার যুবক দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার উত্তর খাদালগোবরা, হাড়পুর এবং দহদয়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

অপর দিকে ধৃত হোটেল মালিক বিদ্যুৎপর্ণা মিত্র এবং তাঁর স্বামী সুশান্ত ঘাঁটাকে গ্রেফতারের পর বুধবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তুলেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ওল্ড দিঘার দ্রৌপদী হোটেলে খাবার কিনতে এসেছিল উত্তর খাদালগোবরার শিবাজী চন্দ ও হারপুরের পল্টু হাজরা। সেই সময় হোটেল মালিক বিদ্যুৎপর্ণার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এই দুই যুবক। অভিযোগ, সে সময় উত্তেজিত হয়ে বিদ্যুৎপর্ণার স্বামী সুশান্ত সবজি কাটার ছুরি দিয়ে শিবাজী এবং পল্টুর পেটে চালিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পল্টু ও শিবাজির বন্ধু শান্তনু এবং সন্দীপন।

অভিযোগ, এই দুই যুবকেরও পেটে এবং পায়ে ছুরি চালিয়ে দেয় অভিযুক্তরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। তারপর তারাই উদ্ধার করে চারজনকে। পল্টু, শিবাজী এবং সন্দীপনের আঘাত গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। পুলিশ আটক করে হোটেল মালিক বিদ্যুৎপর্ণা ও তার স্বামী সুশান্তকে। পরে শিবাজীর স্ত্রী ছবি চন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার ওসি গোপাল পাঠক।

বিভিন্ন সংগঠনের

আটের পাতার পর

করা যাবে। এরই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয় পরবর্তী সময় প্রায় ২৬২ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে গেলেকির তেল খাদানের উন্নয়ন করেছে। এর পর রহস্যজনক কারণে একে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া কেন চলছে তা জানতে চেয়েছে আসু। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আসু দাবি করেছে, স্লাম বার্জারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করে ওএনজিসি নিজের উদ্যোগে এই তেল খাদান থেকে উৎপাদন করুক। অন্যদিকে ওএনজিসি শিবসাগরের ডিবিজি-র সামনে পূর্বাঞ্চল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা একই দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্বাচনে গণনার ফলে নাগাল্যাণ্ডে জোরদার করা হল নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কোহিমা, ২২ মে (হি.স.) : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে ১৯ মে। আগামীকাল ২৩ মে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। সেই কারণে গণনার ফলে সমস্যা এড়াতে নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অন্যদিকে অ্যাঙ্গোলেনডেন নির্বাচনী কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন উপলক্ষ্যেও ওখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ি করা হয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাচনী আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

অ্যাঙ্গোলেনডেন নির্বাচনী কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ এপ্রিল। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক(সিইও)অভিজিৎ সিনহা বলেন, মঙ্গলবার থেকে ভোট গণনার দিন পর্যন্ত অর্থাৎবৃহস্পতিবার পর্যন্ত ত্রি-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের নিরাপত্তা বলয়টি পরিচালনা করবে জেলা নির্বাহী বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন পার্সোনেল। তৃতীয় এবং শেষ বলয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি থাকবে গণনা কেন্দ্রের সামনে। এই বলয়টি পরিচলনা করবে আধা সেনাবাহিনী। নির্বাচন আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছে।

সিইও জানিয়েছেন, ইভিএম মেশিন যখন স্ট্রং রুম থেকে গণনা হলের নিয়ে যাওয়া হবে তখন সিসিটিভি ক্যামেরা মোতায়েন থাকবে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে ১২টি কেন্দ্রের ১৯টি হলে। অন্যদিকে মোকোকচুং জেলায় উপ-নির্বাচনের গণনা হবে একটি হলে।

ভোটগণনার সময় দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : আগামী ২৪ ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। দলীয় কর্মীদের এমনই বার্তা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি এক্সিট পোলকে ভুয়ো অপপ্রচার বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য করে টুইটারে রাহুল গান্ধী বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা সত্যের জন্য লড়ছ। ভুয়ো এক্সিট পোল দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কংগ্রেস দল এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। কংগ্রেস কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম কখনও বিফলে হবে না। দেশের বিভিন্ন এক্সিট পোলে বিজেপি তথা এনডিএ-কে এগিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এক্সিট পোলের পূর্বাভাস মানতে নারাজ কংগ্রেস নেতৃত্ব। মঙ্গলবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা জেতার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়েছিলেন যে স্ট্রং রুম বাইরে এবং গণনা কেন্দ্রের ভেতরে সতর্ক নজর রাখতে। এক্সিট পোল সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, এক্সিট পোলের গুজবে কান দেবেন না। মনোবল ভাঙন ধরানোর জন্য এই গুজব রটানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। আমরা যে প্রচেষ্টা করেছি, তা ফলপ্রসূ হবে।

তুফানগঞ্জে জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষে আহত ৪ জন

তুফানগঞ্জ, ২২ মে (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত বলরামপুরের শোলাডাঙ্গা জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষে আহত হলেন একই পরিবারের ৪ জন। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। আহত মক্সার আলিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও শাহজাহান শেখ,আফসার শেখ ও সুনীতি বিবি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।জানা গিয়েছে, স্থানীয় তপসের মিঁয়ার বাড়ির পেছনে শাহজাহান শেখদের জমি রয়েছে। এদিন জমিতে রাস্তা কাটাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। অভিযোগ তপসের মিঁয়ার বাড়ির লোকজন কোদাল, বাঁশ, বটি, দা হাতে শাহজাহান শেখের পরিবারের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার ওসি সৌমাল্য আইচের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এবিষয়ে অভিযুক্তের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ফল প্রকাশের আগে নিরাপত্তা বেষ্টনী কড়া করল কমিশন

কলকাতা, ২২ মে (হি.স.): গত ৬ সপ্তাহ ধরে চলা গণতন্ত্রের উৎসব শেষ। এবার অপেক্ষা শুধু আগামীকাল অর্থাৎ ২৩ মে'র ফলাফলের দিকে। এক্সিট পোলের অনুমান মতো ফের একবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি সরকারঊ সব জল্পনার অবসান হতে মাঝে আর ৪৮ ঘন্টা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সাধারণ মানুষ ।এর মধ্যেই গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম আরোপ করেছে কমিশন।

বাসন্তীতে

পাচের পাতার পর

তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার বিকেলে। বাড়ির পাশে টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গেলে স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক পরিবারের কিশোরীদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। জলের কলসি ও ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদ করলে ওই কিশোরীদের ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মী রহিম সেখ, কওসর সেখ সহ তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়দের উদ্যোগে মঙ্গলবারের মত গণ্ডগোল মিটে গেলেও বুধবার সকালে আবার নতুন করে এলাকায় অশান্তি শুরু হয়। অভিযুক্তরা তৃণমূল সমর্থক মিনারা লস্কর, হাফিজুদ্দিন গায়েনের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধোর করে বলে অভিযোগ। মিনারা লস্করের অভিযোগ আড়াই শতক একটি জায়গা তিনি কিনেছেন কিছুদিন আগে। সেই জায়গা নিয়েই কার্যত যুব তৃণমূল কর্মীদের সাথে অশান্তি। অন্যদিকে এরা তৃণমূলের মূল সংগঠন করে বলেও রাগ যুব তৃণমূল কর্মীদের। তাই রাতের অন্ধকারে বাড়ি এসে হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। রাস্তার সরকারি টিউবওয়েল থেকে জল নিতে গেলেও বাঁধা দেওয়া হয় তাদের। এসবের প্রতিবাদ করার কারণেই তাদের উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আক্রান্তরা। যদিও ঘটনার পিছনে কোন রাজনীতি নেই বলেই দাবী করেছেন এলাকার যুব তৃণমূল নেতৃত্ব।

গোলাবারুদ

পাচের পাতার পর

গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-শোপিয়ানের বাসিন্দা জাহির আহমেদ মান্টু এবং কুলগামের বাসিন্দা ইরফান মনজুর।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার গোপালপোরা অঞ্চলে এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সন্দেহজনক ওই স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু"জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ২৫ আগস্ট থেকে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল জাহির আহমেদ মান্টু। কুলগামের বাসিন্দা ইরফান মনজুর ২০১৯ সালের ৫ এপ্রিল হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছিল।

এককালের ভাল ফলের আতুরঘর সরকারী স্কুলগুলো আজ কৌলিন্যহারা

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : সত্যজিৎ রায়-ঋত্বিক ঘটক-শম্ভু মিত্রর স্মৃতিবিজরিত বালিগঞ্জগভর্নমেন্ট স্কুল এক সময় স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ছিল আলোচনার বিষয়। গত শতকের পাঁচও ছয়ের দশকে এ শহরের এলিট স্কুল বলতে আমজনতা বুঝতেন অনেকটাই হিন্দু-হেয়ার-বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টকে। ভাল ফলের ছড়াছড়ি। প্রাক্তনী কৃতীরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বময় ।আজ সে সব ইতিহাস। পর্ষদের পরীক্ষা সরকারি স্কুল আজ যেন ব্রাত্য।

নম্বরে রেকর্ড হয়েছে। রেকর্ড হয়েছে পাশের হারেও। এ বছরের মাধ্যমিকের মেধা-তালিকায়প্রথম ১০টি স্থানে জায়গা পেয়েছে ৫১ জন পরীক্ষার্থী। কিন্তু তাদের মধ্যে দু'টি সরকারিস্কুলের পড়ুয়া আছে মাত্র তিন জন। সরকারি স্কুলের ফল আশানুরূপ হয়েছে বলে মনেকরছেন না বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা। তাঁদের মতে, ফল আরও ভালহওয়া দরকার ছিল।

হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভ্রজিৎ দত্ত জানান, হুগলি কলিজিয়েট স্কুল ও বাঁকুড়া জেলাস্কুলের তিন জন ছাত্র প্রথম দশের মধ্যে আছে। বাকি সরকারি স্কুলগুলি থেকে কোনওপরীক্ষার্থীই প্রথম দশের তালিকায় আসেনি। "এই ফলাফলে আমরা বেশ নিরাশ। সরকারিস্কুলে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে। পড়াশোনাও ভাল হয়। কী করে এই ফল আরওভাল করা যায়, তার পথ খুঁজতে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসব," বললেনশুভ্রজিৎবাবু।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রবাল সেনগুপ্ত 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "সমস্যাটা দীর্ঘদিনের। কয়েক দশক আগে অবস্থাপন্ন পরিবারের পড়ুয়ারা সরকারি স্কুলেআসত। এখন তারা সবাই ঝুঁকছে ইংরেজি মাধ্যমের দিকে।" প্রবালবাবুর হিসাবে, রাজ্যেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ৪১। এর মধ্যে এবার মাধ্যমিকে হুগলি কলেজিয়েট, বাঁকুড়া জেলাস্কুল, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের সর্বোচ্চ নম্বর যথাক্রমে ৬৮৬, ৬৮৩ এবং ৬৭৮। আরও দু-একটিসরকারি স্কুল এ রকম ভাল করেছে। এগুলো কিন্তু ঘোষিত টপারের নম্বরের কাছাকাছি।

বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী অধিকারীর মতে, "মেধা-তালিকায় সরকারি স্কুলের বেশিপড়ুয়া না-থাকলেও সামগ্রিক ফল ভালই হয়েছে।" কলকাতার এই দুই প্রধান শিক্ষক ওপ্রধান শিক্ষিকার মতে, সরকারি স্কুলগুলিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। তাই বেছেনেওয়ার সুযোগ মেলে না। সব ধরনের পড়ুয়াকে গড়ে তুলতে হয় তাঁদেরই। সরকারিবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌগত বসুর মতে, সরকারি স্কুলে অজস্র পদখালি। প্রশাসনিক অনেক পদেও লোক নেই। তার মধ্যে ফল সার্বিক ভাবে সন্তোষজনক ।তবে আরও ভাল দরকার ছিল। বিশেষত 'এএ' (৯০ থেকে ১০০ নম্বর) পাওয়া উচিত ছিলআরও বেশি পরীক্ষার্থীর।

মেয়েদের নামী সরকারি স্কুল সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া নাগ এইপ্রতিবেদককে বলেন, "আমাদের ৮০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন 'ডাবল এ'পেয়েছে। শূন্য পদের সমস্যা দূর হলে পঠনপাঠনে আরও একটু ভাল করার চেষ্টা করাযেতে পারে। মর্নিং ও ডে মিলিয়ে গোটা ১৬ শিক্ষিকার পদ ফাঁকা।"

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টে ১২০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে এবার ৫ জন 'ডাবল এ' পেয়েছে ।সি গ্রেডের সংখ্যা কমলেও ৯ জন ওই পর্যায়ে আছে। "এটাও বাঞ্ছনীয় নয়" স্বীকারকরলেন প্রবালবাবু। শূন্য পদের সমস্যা এখানেও। স্থায়ী প্রধান শিক্ষক অবসর নিয়েছেন ।সকাল-দুপুর দুই বিভাগেই কিছু খালি পদ। অন্তত ছ'বছর ধরে কোনও গ্রন্থাগারিক নেইএখানে।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে ইভিএমের উপর দায় চাপাচ্ছে বিরোধীরা, দাবি জাভরেকরের

নয়াদিল্লি, ২২ (হি.স.) : পরাজয় নিশ্চিত, তাই এক্সিট পোলের পরে ইভিএমের উপর দায় চাপাচ্ছে বিরোধীরা। বুধবার এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভরেকর।

বুধবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, হার নিশ্চিত বুঝতে পেরে পরাজয় কারণ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে বিরোধী দলগুলি। রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, আর কিছুই নয়।

সম্প্রতি ইভিএম নিয়ে ২১টি অবিজেপি দলগুলি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছিল। বিরোধী দলগুলির এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, ইভিএম একটি যন্ত্র। তা কখনই কারসাজি করা যায় না। ইভিএম হ্যাক করা যায় কিনা তা নিয়ে আগেই পরীক্ষা করে দেখেছে কমিশন। ইভিএম যন্ত্র ত্রুটিহীন। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে যখন কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল, তখন কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। কিন্তু এক্সিট পোলে মোদী সরকার আসার পূর্বাভাস পেয়ে ইভিএমের উপর দায় চাপানো শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০০৪ সালে ইভিএমের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়, সেবার ক্ষমতায় এসেছিল ইউপিএ সরকার। ২০০৯ সালেও তার পুনরাবৃত্তি হয়। কংগ্রেস সহ বিরোধীরা জিতলে ইভিএম যন্ত্র ভাল। কিন্ত হারলে ইভিএম খারাপ। এটা ভুল ধারণা.।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবাষিকীতে টুইটারে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ মে (হি.স) : আজ ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের ২৪৭ তম জন্মবাষিকী ঊ এদিন তাঁর জন্মদিনকে স্বরণ করে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ এদিন সকালে রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রীঊ

এদিন টুইটারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। সতীদাহ প্রথা লোপ থেকে শুরু করে আরও যে সব সংস্কারমূলক কাজ উনি করে গেছেন, তা আমাদের দেশের প্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, সমাজকে করেছে সমৃদ্ধ।"

১৭৭২ সালে ২২ মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়। শিক্ষার তাগিদে তার শৈশব কাটে বিভিন্ন অঞ্চলেঊ এরপর তরুণ বয়সে কলকতায় চলে আসেন তিনিঊ ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। এরপর ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন তিনিঊ তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর সমাজ সংস্কারের কাজঊ

সেইসময় ১৮১৪ সালে তিনি গড়ে তোলেন "আত্মীয়সভা"। এরপর ১৮২৮ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে "ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন রাম মোহন রায়। এই সময় থেকে সমাজকে অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেকে পুরোপুরি সমাজের কাজে নিয়োগ করেন তিনি। তাই এই নিরন্তর লড়াইয়ের ফলই ছিল "সতীদাহ প্রথা"র বিলুপ্তিকরণঊ এরপর ১৮৩১ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের দূত হিসেবে যুক্ত রাজ্য ভ্রমণ করেন রাজা রামমোহনঊ তারপর যান ফ্রান্সেঊ ১৮৩৩ সালে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ব্রিস্টলের কাছে স্টেপল্টনে মৃত্যু হয়। ব্রিস্টলে আর্নস ভ্যাল সমাধিস্থলে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ১৯৯৭ সালে মধ্য ব্রিস্টলে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। তার এই সমাজসেবার দরুনই পরবর্তিতে "বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ" হিসেবেই সম্মান পান রাজা রামমোহন রায়ঊ তিনি আজও "আধুনিক ভারতের জনক" বলেই পরিচিত।

ছবির ১০০ দিন উপলক্ষ্যে "তৃতীয় অধ্যায়"-র সাকসেস পার্টি

কলকাতা,২২ মে (হি.স.): ৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় মনোজ মিশিগানের পরিচালিত ছবি "তৃতীয় অধ্যায়" ।ছবি মুক্তির আগেই 'তৃতীয় অধ্যায়' দ্বারভাঙা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ২০১৯'-এ সেরা ফিচার ফিল্ম-এর পুরস্কার পায়ঊছবি মুক্তির পর দর্শকের মন জিতে টানা ১০০ দিন প্রেক্ষাগৃহে চলে ছবিটি। তাই সেই আনন্দ ভাগ করে নিতে বুধবার নজরুলতীর্থে হবে সাকসেস পার্টি ।একটি ছবির মধ্যেই রয়েছে তিনটি অধ্যায়ঊআর সেই কারনেই মনোজ মিশিগান পরিচালিত এই ছবির নাম 'তৃতীয় অধ্যায়'ঊছবির গল্প অনুযায়ী এক স্পোর্টস ট্রেনার ঝাড়খণ্ড যায় একজনের খোঁজে ।সেখানে গিয়েই পুরনো প্রেমিকাকে এক ঝলক দেখে। তারপর তার খোঁজ শুরু করেন তিনি ।শুধু এখানেই শেষ নয়ঊ এর পাশাপাশি একই সঙ্গে আরও একটা লাভ স্টোরি আছে গল্পেঊছবিতে তিনটে আলাদা চ্যাপ্টারও আছে ।ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবির চট্টোপাধ্যায় এবং পাওলি দাম।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

পেছনে বিরাট চক্র জড়িত রয়েছে। কারণ, জাল সাব্রুম, মনু, বিশালগড়, বিলোনীয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, শান্তিরবাজার থানায় ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দক্ষিণ জেলার সিএমও ডাঃ শঙ্কর দাস মামলা করেছেন। শান্তিরবাজার থানার এসআই শঙ্কর সরকার জানিয়েছেন, ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩১২/৫১১/৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তবে, খবর লেখা পর্যন্ত ডাঃ অজয় বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

কার হাতে

● প্রথম পাতার পর

কিন্ত হারলে ইভিএম খারাপ। এটা ভুল ধারণা।

এদিকে, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির উচিত জনাদেশকে মেনে নেওয়া। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান রামবিলাস পাসওয়ান ।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামবিলাস পাসওয়ান বলেন, গণতন্ত্রে শাসক এবং বিরোধী দলগুলির উচিত হিংসার কথা না বলে জনাদেশকে মেনে নেওয়া।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামবিলাস পাসওয়ান বলেন, লোকসভার ফলাফল ইভিএম সুরক্ষিত রয়েছে। ফল ঘোষণা আগে পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এক্সিট পোলের পূর্বাভাস দেখে বিরোধী দলগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ইভিএম নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে দিয়েছে। নাম না করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে রামবিলাস পাসওয়ান বলেন, এনডিএ জোট মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচন হেরেছিল। কিন্তু এনডিএ জোটের কোনও নেতা ইভিএমের উপর দোষ চাপায়নি। বিরোধীরা যখন জেতে তখন ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না। কিন্তু হারলে ইভিএমের উপর দোষ চাপানো হয়। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংও ইভিএম প্রসঙ্গে বিরোধীদের নিন্দায় মুখর হয়।

অন্যদিকে, ইভিএমের বিরোধিতা করে আদতে জনাদেশকে অসম্মান করেছে বিরোধীরা। বুধবার এই ভাবেই বিরোধীদের বিঁধলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ ।কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে ট্যুইটারে অমিত শাহ লেখেন, ইভিএমের বিরোধিতা করে আদতে জনাদেশকে অসম্মান করা হয়েছে। পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে এই ২২টি বিরোধী দল দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই ইভিএমে ভোট হয়ে একটা সময় এই দলগুলি জিতেছিল। তখন ইভিএম নিয়ে তারা কোনও প্রশ্ন তোলেনি। ইভিএম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিও অনাস্থা প্রকাশ করেছে এই দলগুলি। ষষ্ঠ দফার পর থেকেই এই সকল দলগুলি হইহট্ট করতে শুরু করে। সপ্তম দফার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে থাকে। ইভিএমের বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালিমালিপ্ত না করে তা আরও শক্তিশালী করা উচিত। পাশাপাশি বিরোধী দলগুলির অশালীন মন্তব্য নিয়েও সরব হন অমিত শাহ।

ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

থেকে ৪২ হাজার টাকা তুলে বাইকে করে যাচ্ছিল। শহরের বিদ্যানগরে পেট্রোল পাম্পে তেল নেওয়ার জন্য গেলে সেখান থেকে তার ঐ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পরপর এসব ছিনতাইয়ের ঘটনা কৈলাসহরে পুলিশের অস্তিত্বকেই প্রশ্ন চিহ্নে দাঁড় করিয়েছে। কৈলাসহর শহর ও শহরতলী এলাকায় পুলিশের টহল বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

হেপাজতে

● প্রথম পাতার পর

খারিজ করে দিয়েছে সদরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ সর্বজিৎ চোধুরী দুজনকেই আগামী ৪ জুন পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য এই মামলায় আরও এক অভিযুক্ত ঋতুরাজ দেব পলাতক। তাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

গত ২০ মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জয় দত্ত আচমকা নিখোঁজ হয়। তিনদিন পর কলেজ টিলা লেইক থেকে তাঁর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তবে কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

খুন

● প্রথম পাতার পর

সঞ্জয় মুণ্ডাকে ধরতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। ইতিমধ্যে নিহত বকুল মুণ্ডার মৃতদেহের ময়না কদন্ত করতে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জমি বিবাদকে ঘিরে প্রায়ই পিতা ও পুত্রের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকত। অন্যান্য দিনের মতো আজ বুধবার সকালেও জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে বাবা ও ছেলের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। এতে উত্তেজিত হয়ে ছেলে সঞ্জয় তার বাবার মাথায় গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করে। ডালের আঘাতে বাবা বকুল মুণ্ডার মৃত্যু হয়েছে।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

চলাকালীন ঘটনাস্থলে আরও কয়েকজন নেশা কারবারি ছিল। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আজকের অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এসডিপিও মিকা ডার্লং, এসআই রামকৃষ্ণ দাস। পুলিশ অফিসার রামকৃষ্ণ দাস জানান, আটক বিমলাংশু পাল এবং সূর্য দেবের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) ধারায় কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ, পার্শবর্তী দেশ মায়ানমার থেকে মিজোরাম হয়ে উত্তর জেলা-সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় দেদার প্রবেশ করছে মারণ নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা, হেরোইন ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য। এর সঙ্গে জড়িত রাজ্যের একাংশ যুবক, অসাধু নেশা কারবারি।

৫০ ওভারে ৫০০ রান! স্টিভ ওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ঘিরে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন : ৫০ ওভারে চারশোর বেশি রান হয়েছে। ঘন ঘন এমন হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়তো দেখা যায় না। কিন্তু চারশোর গণ্ডি পেরিয়েছে একদিনের ক্রিকেটের স্কোর। এবার কি তবে মিশন ৫০০? শুনতে অবাক লাগতে পারে। একদিনের ক্রিকেটে ৫০০ রান একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজ যেটা বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে সেটা কাল মনে নাও হতে পারে! অন্তত স্টিভ ওয়ার এমনই মনে হচ্ছে।৫০ ওভারে ৫০০ রান! অবিশ্বাস্য এমন কিছু এবারের বিশ্বকাপে হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন স্টিভ ওয়া। ইংলিশ পেসার মার্ক উড কয়েক দিন আগে জানিয়েছিলেন, ৫০০ রান করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে তাঁর দল। আর তিনি এটাও মনে করেন, ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা ৫০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। স্টিভ ওয়া অবশ্য কোনও দলের হয়ে কথা বলেননি। তিনি আধুনিক ক্রিকেটে ভুরি ভুরি রান ওঠার ব্যাপার নিয়ে বলছিলেন, এখন তো ক্রিকেট অনেক বদলে গিয়েছে। প্রচুর রান হচ্ছে। একদিনের ক্রিকেটে ৫০০ রান হওয়াটা এখন আর অবিশ্বাস্য কিছু নয়। ফক্স ক্রিকেটের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ১৯৯৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক স্টিভ ওয়া। সেখানেই তিনি বললেন, কোনও দুর্বল দলের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ে ছন্দে থাকা কোনও শক্তিশালী দল ৫০০ করে ফেলতেই পারে।। আজ আমাদের একদিনের ক্রিকেটে ৫০০ রান অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। একটা সময় আমাদের একদিনের ক্রিকেটে চারশো রান অবিশ্বাস্য মনে হত। এখন তো আর হয় না। ইংল্যান্ডের উইকেটে হাই-স্কোরিং ম্যাচ হবে বলে মনে করছেন ওয়া। তাঁর মতে, ""ইংল্যান্ডের উইকেটে ঘাস কম থাকবে। এমন উইকেটে রান ওঠে।

বোলাররা আমাকে ভয় পেলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করে না, ক্রিস

লন্ডন: বাইশ গজে ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালান। মাঠের বাইরেও সেই ক্রিস গেইল বেশ মজার মানুষ। নিজের পরিচয় দেন ''ইউনিভার্স বস'' হিসাবে। ক্যারিবিয়ান তারকা এবার জানালেন, বোলাররা তাঁকে বেশ ভয় পান। যদিও প্রকাশ্যে কেউই সেটা স্বীকার করেন না।কেরিয়ারের পঞ্চম তথা শেষ বিশ্বকাপ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছেন গেইল। বছরের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ম্যাচে ১০৬ ব্যাটিং গড় সহ ৪২৪ রান করেছিলেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছে গেইল বলেছেন, ''তরুণদের বিরুদ্ধে পারফর্ম করাটা সহজ নয়। বিশেষ করে আগে আমি দ্রুততর ছিলাম। ওদের সামলানো সহজ ছিল। তবুও বলছি, সকলেই চিন্তিত থাকবে আমার বিরুদ্ধে। ওরা জানে ইউনিভার্স বস কী করতে পারে। আমি নিশ্চিত ওদের মাথায় এই চিন্তা ঘুরতে থাকবে যে, আরে ওই দেখ আমাদের দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান ক্রিজে।''প্রতিপক্ষরা কি আপনাকে ভয় পায়? অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গেইলের জবাব, ''আপনারা বুঝতে পারছেন না! তাহলে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। ক্যামেরার সামনে সকলে বলবে যে, আমাকে ভয় পায় না। ক্যামেরা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করুন। প্রত্যেকে বলবে, ওই তো আসল লোক। ভয়ঙ্কর। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউই সেটা স্বীকার করবে না। কেউ খোলামেলা হতে পারবে না।'' পাশাপাশি গেইল বলেছেন, ''তবে আমি উপভোগ করি। পেসারদের সঙ্গে দ্বৈরথ বরাবরই উপভোগ করি। এরকম দ্বৈরথ বেশ উৎসাহিতও করে তোলে।''আইপিএলে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের জার্সিতে ১৩ ম্যাচে ৪৯০ রান করেছিলেন। বিশ্বকাপে সেরা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী। গেইল বলেছেন, ''আমি ছন্দেই আছি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ আর তারপর আইপিএলটা খারাপ কাটেনি। ভাল দিক হল খেলার মধ্যেই রয়েছি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কয়েকটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলব। বিশ্বকাপ লম্বা টুর্নামেন্ট। মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে চাই।''

ধোনির সঙ্গে দলে একাধিক ম্যাচ উইনার থাকায় বিশ্বকাপে ভারতই ফেভারিট, মত মিতালির

নয়াদিল্লি: দলে একাধিক ম্যাচ উইনারের উপস্থিতি এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দক্ষতার কারণে এবারের বিশ্বকাপে ভারতই ফেভারিট বলে মনে করছেন মিতালি রাজ। ট্যুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করে একদিনের ফর্ম্যাটে ভারতের মহিলা দলের অধিনায়ক বলছেন, 'ভারতীয় দলে এখন অনেক ম্যাচ উইনার আছে। অধিনায়ক (বিরাট কোহলি) সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেন। দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও শিখর ধবনও ভরসা দেন দলকে। এছাড়া আমাদের জসপ্রীত বুমরাহর মতো ফাস্ট বোলার এবং স্পিনাররা আছে। তবে আমার মনে হয়, যে দল বড় রান তুলতে পারবে এবং বোলাররা বিপক্ষ দলকে কম রানে বেঁধে রাখতে পারবে তারাই জিতবে। আমাদের দলে গভীরতা আছে। আমাদের দলে ধোনির দক্ষতা আছে। আমি কোনও একজন খেলোয়াড়কে বেছে নিতে পারব না। ভারতীয় দলে একাধিক ম্যাচ উইনার আছেন।'এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হায়দরাবাদে নিযুক্ত অ্যান্ড্রু ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে কথা বলছেন মিতালি। তিনি বলেন, 'সদ্যসমাপ্ত আইপিএল-এ সব দলের প্রথমসারির খেলোয়াড়রাই ভাল ফর্মে ছিলেন। সবাই বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে আছেন। সম্প্রতি সব ফর্ম্যাটে ভাল খেলছে ভারত। সেই কারণে বিশ্বকাপে ভারতই ফেভারিট। তবে আমি আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডকেও হিসেবের বাইরে রাখতে পারি না। ওরাও একদিনের ম্যাচে ভাল খেলছে। তাছাড়া ওরা ঘরের মাঠে খেলবে। তবে একজন ভারতীয় হিসেবে আমি ভারতের হয়েই গলা ফাটাব।'

বিশ্বকাপে সফল হওয়ার জন্য কোকাবুরা বল আনিয়ে প্রস্তুতি শামির, ইংল্যান্ড উড়ে গেলেন 'স্লোয়ার' অস্ত্রে শান দিয়ে

কলকাতা: গত বিশ্বকাপে হাঁটুর যন্ত্রণা উপেক্ষা করে মাঠে নেমেছিলেন। দুরন্ত বোলিং করে ৭ ম্যাচে ১৭ উইকেট পেলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরে যাওয়ায় স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মহম্মদ শামির।সেই আক্ষেপ কাটাতে মরিয়া ভারতীয় দলের অন্যতম প্রধান পেস-অস্ত্র। এতটাই মরিয়া যে, আইপিএলের ক্লান্তি উপেক্ষা করে নেমে পড়েছিলেন প্রস্তুতিতে। দিল্লিতে ছুটি কাটানোর ফাঁকেই উত্তর প্রদেশে গিয়ে দিনকয়েক অনুশীলন করে এসেছিলেন। শৈশবের কোচ বদরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে। আর সেই প্রস্তুতিতে শামির সঙ্গী ছিল 'কোকাবুরা' বল। বিশ্বকাপ খেলা হবে যে বলে।কোকাবুরা বলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারার কারণ কী? বুধবারই জাতীয় দলের সতীর্থদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন শামি। তার আগে মুম্বই থেকে মোবাইল ফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলার তারকা পেসার বললেন, 'বিশ্বকাপ খেলা হবে কোকাবুরা বলে। এই বল একটু অন্যরকম। সুইং কম হয়। বোলারদের মার খেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই নিজেকে কিছুটা সড়গড় করে নিতেই কোকাবুরা বল আনিয়ে নিয়েছিলাম। এই বলে কয়েকদিন অনুশীলন করে নিলাম। ইংল্যান্ডে পৌঁছে যাতে দ্রুত মানিয়ে নিতে সমস্যা না হয়।'কোকাবুরা বলে নিজের আর একটা অস্ত্রও প্রতিপক্ষকে কতটা ঘায়েল করতে পারবে, তা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান শামি। রিভার্স সুইং। যে অস্ত্রে অনেক ব্যাটসম্যানকে দুঃস্বপ্ন উপহার দিয়েছেন ডানহাতি পেসার। শামি বলছেন, 'এমনিতেই এখন ওয়ান ডে-তে দুই প্রান্ত থেকে দুটো নতুন বল ব্যবহার করা হয়। তাতে রিভার্স সুইং করানোর সুযোগ কমেছে। পাশাপাশি কোকাবুরা বলে রিভার্স সুইং আরও কম হবে। কারণ, পুরনো হলেও এই বলের আকার-আকৃতির খুব হেরফের হয় না।'তবে আর একটি অস্ত্রকে ঘষামাজা করে ইংল্যান্ডে গেলেন শামি। স্লোয়ার। বাংলার পেসারের মতে, বিশ্বকাপে ভীষণ কার্যকরী হবে এই অস্ত্র। 'ইংল্যান্ডের উইকেটে তিনশোর বেশি রান উঠতে পারে বেশিরভাগ ম্যাচে। ব্যাটসম্যানদের ফাঁদে ফেলার জন্য তাই স্লোয়ার ডেলিভারির তুলনা নেই। আমি কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে স্লোয়ারের ওপর জোর দিয়েছি। আমার ব্যক্তিগত কোচ বদরুদ্দিন আহমেদও আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন,' ফোনে বলছিলেন শামি।আইপিএলে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের অভিযান প্লে-অফের আগে থেমে গেলেও শামির বোলিং বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিল। ১৪ ম্যাচে ১৯ উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। শামি বলছেন, 'ছন্দেই রয়েছি। আশা করছি বিশ্বকাপে একই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারব।' কাপ জয়ের পথে কারা হতে পারে প্রধান প্রতিপক্ষ? শামি বলছেন, 'এবারের টুর্নামেন্টের ফর্ম্যাটটা এমন যে, কোনও প্রতিপক্ষকেই ছোট করা চলবে না। কারণ, সব দলের বিরুদ্ধেই খেলতে হবে আর সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড অন্যতম শক্তিশালী দল। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকাও রয়েছে। লড়াইটা সহজ হবে না।'যদিও নিজেদের দল নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন শামি। বিশেষ করে ভারতের জোরে বোলিং বিভাগ নিয়ে তিনি ইতিবাচক। শামি বলেছেন, 'যশপ্রীত বুমরা, ভুবনেশ্বর কুমার, আমি --- পেস বোলিং বিভাগটা যথেষ্ট ভাল আমাদের। সঙ্গে হার্দিক পাণ্ড্য, বিজয় শঙ্কর রয়েছে। আমাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া। মাঠে আমরা সতীর্থ। মাঠের বাইরে খুব ভাল বন্ধুও। সকলের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতাও রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কাজটা সহজ হবে না।'

বিরাটের একার পক্ষে ম্যাচ জেতানো সম্ভব নয় ঃ সচিন

নয়াদিল্লি: ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির একার পক্ষে বিশ্বকাপ জেতানো সম্ভব নয়। দলের অন্যান্য ক্রিকেটারদেরও ভাল খেলতে হবে। এমনই মনে করছেন কিংবদন্তী সচিন তেন্ডুলকর। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'সব ম্যাচেই অন্তত দু'জনকে ভাল খেলতে হবে। কিন্তু দলগত খেলা ছাড়া বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। একজনের উপর নির্ভর করে কোনও প্রতিযোগিতা জেতা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে অন্যদেরও ভাল খেলতে হবে। সেটা না হলে হতাশ হতেই হবে।'ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডার প্রসঙ্গে সচিনের বক্তব্য, 'চার নম্বরে যে কেউ ব্যাট করতে পারে। আমাদের দলে সেরকম ব্যাটসম্যান আছে। আমি চার নম্বর জায়গাটা নিয়ে সমস্যার কিছু দেখছি না। চার, ছয় বা আট নম্বর যেটাই হোক না কেন, নিজেদের ভূমিকা বোঝার মতো যথেষ্ট ক্রিকেট খেলেছে আমাদের ছেলেরা। পরিস্থিতির বিষয়ে সচেতন থাকাই আসল।'এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় দল নিয়ে খুশি সচিন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'দলে উপযুক্ত ভারসাম্য আছে। আমাদের দলের একাধিক ক্রিকেটারের ৮-১০ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। পাশাপাশি কুলদীপ (যাদব), (লোকেশ) রাহুল, (যুজবেন্দ্র) চাহল, হার্দিক (পাণ্ড্য), জসপ্রীতের (বুমরাহ) মতো প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটাররা আছে। ওরা দু'বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে। তাই আমাদের দলের বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা বেশ ভাল।

বিশ্বকাপে বিরাটকে আউট করতে চান জোফ্রা আর্চার

লন্ডন: এবারের বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলির উইকেট নেওয়াই লক্ষ্য ইংল্যান্ডের তরুণ পেসার জোফ্রা আর্চারের। তিনি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি বিরাটকে আউট করতে চাই। আইপিএল-এ ওকে আউট করতে পারিনি। কারণ, ও সব ম্যাচেই লেগস্পিনারের বলে আউট হয়েছে। এবার বিরাটের উইকেট নিতে চাই। আমি এবি ডিভিলিয়ার্সকেও আউট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলছে না। ক্রিস গেইলকেও আউট করতে চাই।'এখনও পর্যন্ত যে ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বোলিং করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাতীয় দলের সতীর্থ জোস বাটলারকে আউট করাই সবচেয়ে কঠিন বলে মনে করছেন আর্চার। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'নেটে আমি যাদের বোলিং করেছি, তাদের মধ্যে সেরা ব্যাটসম্যান জোস বাটলার। ও ৩৬০ ডিগ্রি ক্রিকেটার। ও বোলারের মাথার উপর দিয়েও মারতে পারে, আবার উইকেটরক্ষকের মাথার উপর দিয়েও মারতে পারে। ওর বিরুদ্ধে বল করার জন্য কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়।'আর্চার আরও বলেছেন, 'আইপিএল-এ খেলার ফলে বিশ্বাকাপের সময় আমাদের অনেকেরই সুবিধা হবে। আইপিএল-এ আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে দু'বার করে খেলেছি। প্রত্যেকের শক্তি, দুর্বলতা, ছুটে রান নেওয়ার ক্ষমতা এবং দলের ভিতরের খবর জানতে পেরেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আইপিএল-এর মতোই কঠিন। শুধু ওভারের সংখ্যাই বদলায়।'

ছুটি শেষে বিশ্বকাপ মিশনে দেশ ছাড়লেন মাশরাফি

ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতে পরিবারকে সময় দিতে দেশে ফেরেন ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। তিন দিনের ছুটি শেষে বুধবার (২২ মে) বিশ্বকাপের উদ্দেশে দেশ ছাড়েন তিনি।লন্ডনের উদ্দেশে সকাল ১০.৩০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দেশ ছাড়েন তিনি। বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া প্রতিটি দেশের অধিনায়কদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন টাইগার অধিনায়ক। এদিনই অনুষ্ঠান শেষে লেস্টারে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার। বিশ্বকাপ মিশনে দেশ ছাড়ার আগে মাশরাফি বাংলাদেশ দল ও বিশ্বকাপে সফলতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, 'সবাই দোয়া করবেন, যাতে আমরা ভালো করতে পারি। ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতে সবাই বেশ আত্মবিশ্বাসী, আপনারা দোয়া করবেন বাংলাদেশ দলের জন্যে।'দলের বাকি সদস্যরা আয়ারল্যান্ড থেকেই ইংল্যান্ডে চলে গেলেও মাশরাফির সঙ্গে তামিমও ছুটিতে ফেরেন। তবে তিনি পরিবারের সঙ্গে দুবাইয়ে ছুটি কাটান। ছুটি শেষে তিনিও বুধবার ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন।

আগুয়েরোকে নিয়ে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা, নেই ইকার্দি

২১ মে (মঙ্গলবার) সার্জিও আগুয়েরো ও পাওলো দিবালাকে নিয়ে আসন্ন কোপা আমেরিকার মূল দল ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবে ৩৬ জনের প্রাথমিক দলের তালিকায় থাকলেও ২৩ জনের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি মাউরো ইকার্দির।২০১৮-১৯ মৌসুমে সিরি'আ লিগে ইন্টার মিলানের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন ইকার্দি। করেছেন ১১ গোল। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো কোপা আমেরিকাতেও দর্শক হয়ে থাকতে হবে ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে।অন্যদিকে গত মৌসুমে তুরিনে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ছায়ায় ঢাকা পড়েছিলেন দিবালা। ৩০ ম্যাচে করেছেন মাত্র পাঁচ গোল। তাতেও স্কালোনির দলে জায়গা পেয়েছেন এই জুভেন্টাস ফরোয়ার্ড।জায়গা পেয়েছেন সার্জিও আগুয়েরোও। কুন (ডাকনাম) অবশ্য ম্যানচেস্টার সিটিকে সাহায্য করেছেন ঘরোয়া ট্রেবল জেতাতে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন তিনি। ৩৩ ম্যাচে করেছেন ২১ গোল। রাশিয়া বিশ্বকাপের পর এই প্রথম লা আলবিসেলেস্তেদের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন আগুয়েরো।কোচ স্কালোনির দলের অধিনায়ক থাকছেন লিওনেল মেসি। বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড দুর্দান্ত এক মৌসুম শেষ করেছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলে করেছেন ৫০ গোল। লা লিগায় ৩৪ ম্যাচে করেছেন ৩৬ গোল। কাতালাদের টানা দ্বিতীয়বারের মতো এনে দিয়েছেন লা লিগা শিরোপা। স্প্যানিশ লিগের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।২০১৮ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাদ পড়ার পর নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন মেসি। দীর্ঘ ৯ মাসের বিরতি শেষে ফিরেছিলেন মার্চে। কিন্তু বার্সা অধিনায়কের প্রত্যাবর্তনটা রাজকীয় হয়নি। ভেনেজুয়েলার কাছে মেসির আর্জেন্টিনা হেরে যায় ৩-১ ব্যবধানে। লাতিন আমেরিকার ফুটবল যজ্ঞ কোপা আমেরিকা শুরু হবে ১৪ জুন। আসরের পর্দা নামবে ৭ জুলাই।

খাদ্যের গুণগত মান রক্ষার্থে এবং সঠিকমাত্রায় পুষ্টি বিধানে তেল জাতীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল শনাক্তকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন

নারিকেল তেলের সঙ্গে অন্য কোনও তেল মেশানো আছে কিনা শনাক্তকরণ :

১) একটি স্বচ্ছ গ্লাসে নারকেল তেল নিন।
২) গ্লাসটি ৩০ মিনিটের জন্য রেফ্রিজারেটরে রাখুন (ডিপ ফ্রিজে রাখবেন না)
৩) রেফ্রিজারেসনের পরে নারকেল তেল ঘনীভূত হবে। যদি নারকেল তেলে ভেজাল থাকে (অন্য কোনও তেল মেশানো থাকে) তাহলে অন্য তেলের আলাদা স্তর দেখা যাবে।

তেল এবং চবি জাতীয় দ্রব্যে TOCP (Tri-Ortho-Cresyl Phosphate) **মেশানো আছে কিনা শনাক্তকরণ**

১) ২(দুই) মি.লি. তেলের নমুনা নিন।
২) খুব অল্প পরিমাণ হলুদ মাখন (ঘনীভূত) মেশান।
৩) যদি খুব শীঘ্র লাল রং ধারণ করে বুঝতে হবে TOCP মেশানো আছে।

সতর্ক থাকুন
খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণে অংশীদার হোন
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত
ICA/D/217/19-20

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

No.F.10(1-5)-Rectt./TPSC/2019 Agartala Dated : 22nd May 2019

Ref : Commission's Advt. No.02/2019 dated 06.03.2019, Notification dated 03.04.2019 for recruitment to Tripura Civil Service Grade-II & Tripura Police Service Grade-II, Group-A Gazetted under GA (P&T) Department.

It is informatin of all concerned that provisional Admission Certificate to appear in the Preliminary Examination for recruitment to Tripura Civil Service Grade-II & Tripura Police Service Grade-II will be available in the Commission's Website on and from 31/05/2019.

For Further Details please visit : www.tpsc.gov.in.

The commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

S/d- (S. Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

বিশ্বকাপে বল হাতেও সাফল্য চান ম্যাক্সওয়েল

সাউদাম্পটন: বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক সপ্তাহ বাকি। সব দলই চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ক্রিকেটাররাও নিজেদের লক্ষ্য স্থির করছেন।

অস্ট্রেলিয়ার তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও নিজের লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি এবারের বিশ্বকাপে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতেও সাফল্য পেতে চাইছেন।মারকুটে ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ম্যাক্সওয়েল। পাশাপাশি তিনি অফস্পিন বোলিংও করেন।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিয়মিত বোলিং করছেন এই ক্রিকেটার। স্টিভ স্মিথ অধিনায়ক থাকার সময় প্রতি ম্যাচে গড়ে ২.৪ ওভার করে বল করার সুযোগ পেলেও, অ্যারন ফিঞ্চ দায়িত্ব নেওয়ার পর ম্যাচপিছু গড়ে পাঁচ ওভার করে বল করছেন ম্যাক্সওয়েল। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে তিনটি একদিনের ম্যাচে পুরো ১০ ওভার বল করেন তিনি। সেই কারণেই তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে।সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজের বোলিং নিয়ে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'দলে আমার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দুবাই ও ভারতে আমি বোলিং করেছি। কয়েক ওভার বেশি বল করার সুযোগ পেয়ে আমি ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছি। ল্যাঙ্কাশায়ারে আমি দীর্ঘসময় ধরে বোলিং ক্রিজে সময় কাটিয়ে ছন্দ পেয়েছি। পার্ট-টাইম বোলারের ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি। আমি বল করার সময় বাউন্ডারি আটকানোর চেষ্টা করি।'

রোনালদোর হাতের ট্রফির আঘাতে ছেলের মুখে চোট

ইতালিতে এসে প্রথম মৌসুমেই বাজিমাত করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। জুভেন্টাসের হয়ে লিগ জয়ের পাশাপাশি হয়েছেন ইতালির বর্ষসেরা ফুটবলার। তবে ক্যারিয়ারে এতো এতো ট্রফি হাতে তোলা রোনালদো এবার সিরিআ শিরোপা নিয়ে যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন।স্টেডিয়ামে পুরো দলের সঙ্গে ট্রফির আনন্দ উদযাপন করা পর্তুগিজ অধিনায়ক রোনালদো এদিন নিজের পরিবারকে নিয়ে যান। যেখানে তার বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজ, মা মারিয়া দোলোরেস দোস সান্তোস অ্যাভেইরো ও ছেলে রোনালদো জুনিয়র উপস্থিত ছিলেন।কিন্তু পরিবারের সঙ্গে শিরোপা নিয়ে ফটোশুটে অংশ নিতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন রোনালদো। প্রথমে তার বাঁ পাশে থাকা ছেলের দিকে ট্রফিটি হাত ফসকে চলে গেলে রোনালদোর জুনিয়রের মুখে আঘাত লাগে। তবে রোনালদোর মা সঙ্গে সঙ্গেই নাতির মুখ মুছে দেন।রোনালদো ব্যাপারটি টের পেলেও কেমন যেন আনমনা ছিলেন। পরক্ষণেই তার ডান পাশে থাকা বান্ধবীর গায়ে গিয়ে আবার ট্রফিটি আঘাত করে।এদিকে প্রথম মৌসুমে এসে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ৩১ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২১টি গোল করেছেন সিআর সেভেন। এই মৌসুমেই সাবেক ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে পাড়ি দেন তিনি।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

প্রবীণ নাগরিক সংগঠনের পরিচালন কমিটি পুণর্গঠিত

আগরতলা, ২২ মে।। প্রবীণ নাগরিক সংগঠনের পরিচালন কমিটি পুণর্গঠিত হয়েছে। গত ১২ই মে আগরতলায় সংগঠনের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভায় এগার সদস্যক পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। পুণর্গঠিত পরিচালন কমিটির সভাপতি পদে কুলেন্দ্র চন্দ্র রায়, সম্পাদক পদে শ্যামাপ্রসাদ দাস এবং কোষাধ্যক্ষ অনিল চন্দ্র রায় নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১২ই মে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ দাশ। এই সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন হরিহর সাহা। নবগঠিত পরিচালন কমিটির প্রথম সভা গত ১৯ মে সংগঠনের শান্তিপাড়াস্থিত অফিসে সম্পন্ন হয়েছে। সভায় বর্ষব্যাপী কর্মসূচী নেয়া হয়। সংগঠনের এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে সফল উৎক্ষেপণ ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের। বিএপিএল তৈরি করা আকাশ থেকে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এই ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রটি ওজন ২.৫ টন। বুধবার ভারতীয় বায়ুসেনার সুপারসনিক সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে উৎক্ষেপণ হওয়া ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রটি ৩০০ কিলোমিটার দূরে থাকা লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম হয়।

ভারতীয় বায়ুসেনার মুখপাত্র গ্রুপ ক্যাপ্টেন অনুপম ব্যানার্জি বলেন, বায়ুসেনা, ডিআরডিও, বিএপিএল এবং হ্যালের যৌথ উদ্যোগে সফল ভাবে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ছোড়া হয়। এদিন সমুদ্রের উপরে রাখা লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁত ভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হয় ক্ষেপণাস্ত্রটি। এদিনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভারতীয় নৌবাহিনী। এখন ভারত সমুদ্রের উপরে থাকা যে কোনও লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম হবে।

কারবি আংলঙে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ জঙ্গি ক্যাডার ধৃত

বৈঠালাংসো (অসম), ২২ মে (হি.স.) : আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কারবি আংলঙে গ্রেফতার হয়েছে ইউনাইটেড লিবারেশন আর্মি (ইউএলএ) জঙ্গি গোষ্ঠীর এক ক্যাডার। পশ্চিম কারবি আংলং জেলার ডকমকা এলাকা থেকে তাকে আটক করেছে পুলিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩ শিখ রেজিমেন্টের যৌথ দল।

বুধবার বৈঠালাংসো থানার ওসি এ খবর দিয়ে জানান, মঙ্গলবার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জেলার হামরেন মহকুমার ডকমকা থানার অন্তর্গত সোয়াইলাংসো রংকিমি বীর তিসো গ্রামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর এক যৌথ দল অভিযান চালিয়ে জঙ্গিকে আটক করা হয়। পরে থানায় এনে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে এংলংকিরি তেরান গ্রামের বাসিন্দা জনৈক লংকি রংপির বছর ২৪-এর ছেলে সারসিং রংপি ওরফে আর্লক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ওসি জানান, আর্লক আগে কারবি পিপলসি লিবারেশন টাইগার্স (কেপিএলটি)-এর ক্যাডার ছিল। সারসিং রংপির হেফাজত থেকে একটি পয়েন্ট (.) ২২ বোরের পিস্তল, চার রাউন্ট সক্রিয় গুলি এবং সিম ভরতি একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, ভোটার আইডি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।থানার ওসি জানান, পশ্চিম কারবি আংলঙের হামরেনের ভূমি সংরক্ষণ দফতরের জনৈক আধিকারিকের কাছে দাবির টাকা নিতে এসেছিল সে। আধিকারিকের খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে জঙ্গি সারসিং রংপিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। তাই বুধবার থেকেই গড়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পাশে গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনি। ছবি- নিজস্ব।

বৃহস্পতিবার শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বিজেপি : রাম মাধব

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বিজেপি।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে ইভিএমের উপর দায় চাপাচ্ছে বিরোধী দলগুলি। বুধবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব।

এদিন রাম মাধব বলেন, বৃহস্পতিবার শক্তিশালী দলগুলি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বিজেপি।

কেন্দ্রে ফের সরকার গড়বে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। গোটা দেশ প্রধানমন্ত্রী পদে ফের নরেন্দ্র মোদীকেই চাইছে।

বৃহস্পতিবার দেশবাসীর সেই আশা পূরণ হবে। ইভিএম নিয়ে বিরোধী দলগুলি যে অভিযোগ তুলেছে তা নস্যাৎ করে দিয়ে রাম মাধব বলেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ইভিএমের উপর দায় চাপাচ্ছে বিরোধী দলগুলি। প্রথমে এই সব দলগুলি নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করেছিল। এখন ইভিএম-কে দায়ী করছে। বৃহস্পতিবার ফল ঘোষণার পর এই সব রাজনৈতিক দলগুলি জনগণকে দায়ী করবে। এই নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি ফলাফল ভয়াবহ হতে চলেছে।

অর্জুন সিংয়ের গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২২ মে (হি.স) : গ্রেফতারি থেকে সাময়িক রেহাই পেলেন বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। আপাতত সাতদিন তাঁর গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও বিচারপতি এমআর শাহের অবকাশ কালীন বেঞ্চ। গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য গ্রেফতারি এড়াতে আর্জি জানিয়েছিলেন বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন। সেই আবেদনে বুধবার সায় দিয়েছেন বিচারপতিরা।

অর্জুন সিংকে মোট ৭ দিনের 'রক্ষাকবচ' অনুমোদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ আগামী ২৮ মে পর্যন্ত অর্জুন সিংকে গ্রেফতার করা যাবে না। আগাম জামিনের আর্জি জানিয়ে আজই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী। রাজ্য সরকার তাঁকে 'ফাঁসানোর চক্রান্ত' করছে। মিথ্যা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এমন অভিযোগ নিয়েই সর্বোচ্চ আদালতে যান তৃণমূলের একদা 'বাহুবলী' এই নেতা।

এদিন অর্জুন সিংয়ের আইনজীবী রঞ্জিত মিশ্র আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জানান, 'গ্রেফতার করা হতে পারে, এই আশঙ্কা করছেন উনি অর্জুন সিং। সে কারণেই এই আর্জি'। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'রোজ রোজ মামলা করছে। এ ব্যাপারে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছি। ১০০-র কাছাকাছি মিথ্যা মামলা করেছে'।

ভাটপাড়ার এই ডাকাবুকো নেতা লোকসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। বারাকপুরে এবার তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন অর্জুন। কিন্তু ওই কেন্দ্রে এবারও দীনেশ ত্রিবেদীর উপরই আস্থা রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর এহেন সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যে 'রা' না কাড়লেও অর্জুন 'ক্ষুব্ধ' হন বলে জানা গেছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর এহেন সিদ্ধান্তের পরই বিজেপিতে অর্জুন সিংয়ের যোগদান ঘিরে জল্পনা ছড়ায়। এরপরই মুকুল রায় ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের হাত ধরে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন এই বাহুবলী নেতা। তারপর থেকে অর্জুনের বিরুদ্ধে অন্তত ২০টি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, এই সব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলেই প্রতিশোধ পরায়ণ মনোভাব নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দিয়ে শায়েস্তা করার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই গত ৬ মে পঞ্চম দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে। ওই দিন বিভিন্ন এলাকায় ছুটে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল অর্জুন সিংহকে। তার পর সপ্তম তথা শেষ দফায় ১৯ মে ভাটপাড়া কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের চেয়েও বেশি অশান্তি গন্ডগোল হয়েছে উপনির্বাচনে। ওই দিন নির্বাচন কমিশনও অর্জুন সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেয় পুলিশকে।

ভোটের দিন অর্জুনকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে বারাকপুর কেন্দ্রে। ভোট অশান্তির জেরে অর্জুনের ঠোঁট কেটে রক্তপাতও হয়। এমনকি, গত রবিবার বিধানসভা উপনির্বাচন ঘিরেও রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ভাটপাড়া। অর্জুনের বিরুদ্ধে গোলমাল পাকানোর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। ভাটপাড়ায় অশান্তি প্রসঙ্গে অর্জুনের দাবি, 'ভাটপাড়ায় তৃণমূল বোমা মারছে। বোমা বানাতে গিয়ে তৃণমূলের ৩-৪ জন মারা গিয়েছে'। যদিও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাল্টা দাবি, 'অর্জুন সিংয়ের দলবলই বোমাবাজি করছে। একজন মারা গিয়েছে, সে আমাদের লোক নয়। মদন মিত্রকে এবার নির্বাচন করতে দেয়নি। তবুও ওঁর ছেলে পবন এবার হারবে'।

অর্জুন সিং আর মদন মিত্রের গোষ্ঠির মধ্যে ঝামেলার জেরে পরপর দু'দিন দীর্ঘক্ষণ ট্রেন অবরোধ হয় কাঁকিনাড়া স্টেশনে। মঙ্গলবার লোকাল ট্রেনে যাত্রীদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার ঘটনাও ঘটে। অনেক পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। রাতে ফের অশান্ত হয় ভাটপাড়া। খবর চাউর হয় অর্জুন সিংকে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ। সেই কারণেই এ দিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন অর্জুন।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার ভোট গণনা। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে গণনা কেন্দ্রে স্বস্তিতেই থাকতে পারবেন অর্জুন সিং। বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং-এর প্রাণ সংশয় রয়েছে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। বুধবারও দেখা যায় তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

মাধ্যমিক টপারের বাড়িতে গেলেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২২ মে (হি.স) : এবছরের মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকারী সৌগত দাসের বাড়িতে গেলেন পরিবহণ ও পরিবেশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সৌগতকে শুভেচ্ছা জানাতে তার বাড়িতে পৌঁছন মন্ত্রী। সৌগতর সাফল্যকে স্বাগত জানাতে তার হাতে তুলে দেন উপহার সামগ্রী। এর আগেও মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ছাত্রদের সাফল্যের কাজে এগিয়ে যেতে দেখা গেছে। এদিন একইভাবে সেই তাগিদেই সৌগতর বাড়িতে পৌঁছন তিনি। এদিন সকালে উপহার হাতে সৌগতর বাড়িতে উপস্থিত হন তিনি। কথা বলেন তার বাড়ির লোকেরা সঙ্গে। এরপর সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত সৌগতর হাতে তুলে দেন সেই উপহার। এবছর ৬৯৪ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অর্জন করে সৌগত দাস। ভগবানপুর মনোহরপুরের বাসিন্দা সৌগত। বাবা পেশায় শিক্ষক, মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠেরই অঙ্কের শিক্ষকতা করেন তিনি। মা ওই গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাভাবিক ভাবেই ছেলের এই কৃতিত্বের জন্য বেজায় খুশি তার পরিবার। অন্যদিকে আজ সৌগতকে সংবর্ধনা দিতে, বাড়িতে মন্ত্রীর আগমন ঘটলে, সেই খুশি পরিণত হয় উৎসবে।

এক্সিট পোলকে বিদ্রুপ করে বিজেপিকে ডুবন্ত জাহাজ বলে কটাক্ষ শশীর

তিরুবনন্তপুরম, ২২ মে (হি.স.) : এক্সিট পোলের পূর্বাভাস মানতে নারাজ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। পাশাপাশি বিজেপিকে ডুবন্ত জাহাজ বলে কটাক্ষও করেছেন তিনি। দেশের প্রায় প্রতি ভোট সমীক্ষা বা এক্সিট পোলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু সেই পূর্বাভাস মানতে নারাজ শশী থারুর। বুধবার কেরলে তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শশী থারুর বলেন, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলবে দেশের জনতা। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ পাবে আগামীকাল (২৩ মে)। ডুবন্ত জাহাজের ডেক চেয়ারকে পুনরায় সাজানোর কোনও মানে হয় না।

এক্সিট পোলের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে শশী থারুর দাবি করেন এক্সিট পোলকে তিনি কোনও দিনই গুরুত্ব সহকারে নেননি। তিনি বলেন বিগত নির্বাচনগুলিতে এক্সিট পোল ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৪ সালেও এনডিএ জোটের ক্ষমতায় আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এবার টিভি চ্যানেলগুলি যে আসন বিজেপি পাবে বলে দাবি করছে। বাস্তবে এত আসন বিজেপি পাবে না বলে দাবি করেছেন তিনি। প্রতিটি সংস্থার এক্সিট পোলই পক্ষপাতিত্ব করেছে বলে দাবি করে শশী থারুর বলেন, প্রতিটি এক্সিট পোলই শাসকদলের হয়ে কথা বলে থাকে।

সমীক্ষা করার সময় যখন মানুষের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা হয় তুমি কাকে ভোট দেবে তখন জনতা ভাবে প্রশ্নকর্তা শাসক দলের লোক। তাই ভয় পেয়ে বিজেপি কথা বলে। কারণ সেই ব্যক্তি জানে বিজেপির নাম না নিলে তার বাড়ির গ্যাস সংযোগ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খর্ব করে দেওয়া হবে। ভোটের ফল যে কংগ্রেসের পক্ষেই যাবে সেই বিষয়ে আশাপ্রকাশ করে শশী থারুর বলেন, ভোটের পাল্লা ভারী কংগ্রেসের দিকেই থাকবে। ভাল ফল করবে কংগ্রেস।

খালেদা জিয়ার জন্যে প্রস্তুত কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার আদালত বসবে ওখানেই

ঢাকা, ২২ মে(হি.স.): বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিনে আর বেশিদিন থাকা হচ্ছে না বিএনপি চেয়ারপার্সন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার। তাঁকে শিগগির কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এর জন্য কারাগারের ভিআইপি হাজতখানা তৈরি করা হয়েছে। এদিকে কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান। রিজভী বলেন, খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে কেরানীগঞ্জের কারাগারে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় আয়োজন চালানো হচ্ছে চক্রান্তমূলকভাবে। কারাগারের ভেতরেই বিএনপি নেত্রীর অন্যান্য মামলা পরিচালনার জন্য আদালত স্থাপন করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ সংবিধান পরিপন্থী। সংবিধানে একজন নাগরিককে যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে সেই অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোনও বিচার হতে হবে উন্মুক্তভাবে। কারাগারের একটি কক্ষে বিচার হতে পারে না। কেরানীগঞ্জ উপজেলায় কারাগারের মধ্যে আদালত নিয়ে যাওয়া সংবিধানবিরোধী।

জানা গিয়েছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের প্রথমদিকে তাকে সেখানে স্থানান্তর করার সম্ভাবনা রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দায়িত্বশীল কারা কর্মকর্তা বলেন, খালেদা জিয়া থাকবেন কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি একতলা ভবনে। যেটি মূল কারাগারের মধ্যে হলেও পৃথক সীমানাপ্রাচীর ঘেরা। সেখানে দুটি ভিআইপি হাজতখানা রয়েছে। এর মধ্যে একটি খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন করে রং করা ছাড়াও দুই কক্ষের হাজতখানাটি টাইলসে মোড়ানো। কারাবিধি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর বন্দি হিসেবে কক্ষের ভেতর একটি খাট, চেয়ার-টেবিল ও একটি আলনা দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। এছাড়া কক্ষটিতে অ্যাটাস্ট বাথরুমসহ একটি সিলিং ফ্যানও আছে। মূল কক্ষের সঙ্গে লাগোয়া আরেকটি ছোট কক্ষে তার ব্যক্তিগত গৃহকর্মী ফাতেমার থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

আরও জানা গেছে, খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ সব সময় সতর্ক থাকবে। এজন্য বিশেষ চিকিৎসক দলও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যাতে তিনি অসুস্থ বোধ করলেই তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এছাড়া তার খাওয়া-দাওয়ার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কারণ খালেদা জিয়া কারাগারে ভাত খান না বললেই চলে। প্রায় প্রতিদিনই তার খাবার মেন্যু হচ্ছে সুপ ও নুডলস। কারাগারের রান্নাঘরেই এ খাবার তৈরি করা হয়। এ ছাড়া পরিবারের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে খাবার দিয়ে গেলে সেগুলো কারাবিধি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাঠানো হয়। কয়েকজন কারা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খুব প্রয়োজন না পড়লে তিনি দায়িত্বরত কারারক্ষীদের ডাকেন না। বেশিরভাগ সময় একা চেয়ারে বসে থাকেন। দুপুরের খাবার সারেন দুপুর দুটোর পর।

ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এখন যেসব মামলা চলছে সেগুলোর বিচার চলবে কেরানীগঞ্জ কারাগারের ভেতর ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত নতুন একটি আদালত কক্ষে। ইতিমধ্যে ওই আদালত কক্ষটিও প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আদালত কক্ষটিতে আইনজীবী ও সাংবাদিকদের বসার পৃথক ব্যবস্থা আছে। এখানে খালেদা জিয়ার মামলাসহ মোট ১৭টি মামলার বিচারকাজ চলবে। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত গেজেটও প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে খালেদা জিয়ার শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে দু-ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে সম্প্রতি বলা হয়েছে, বিএনপি চেয়ারপার্সনের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন।

নির্বাচন কমিশনে ফের ধাক্কা খেল বিরোধীরা, ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.): নির্বাচনে কমিশনে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিউ উনিশের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার একদিন আগে ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত বিরোধীদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনউনির্বাচন কমিশন স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোটগণনা, এই পরিস্থিতিতে ভোটগণনায় কোনওরকম পরিবর্তন সম্ভব নয়উ ভিভিপ্যাট নিয়ে মঙ্গলবারই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বিরোধীরাউ কিন্তু, পরবর্তী দিনই বিরোধীদের আর্জি খারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন।

ভিভিপ্যাট কাগজের স্লিপের সঙ্গে ইভিএম-এর তথ্য মিলিয়ে দেখতে বিরোধীদের আর্জি বহুদিন আগেই খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

নির্বাচন কমিশনের যুক্তি ছিল, সমস্ত কাগজের স্লিপ মিলিয়ে দেখতে হলে ভোটের ফলাফল ঘোষণা হতে অনেক দেরি হবেউ যদিও বিরোধীদের আশঙ্কা, ইভিএম বদল করে ভোটের ফলাফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারেউ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

গেলেকি তেল খাদান বিদেশি কোম্পানিকে হস্তান্তরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিভিন্ন সংগঠনের

নাজিরা (অসম), ২২ মে (হি.স.) : ওএনজিসি-র 'লাভজনক' গেলেকি তেল খাদান বিদেশি কোম্পানি স্লাম বার্জারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পৃথক পৃথকভাবে তীব্র বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে রাজ্যের প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) এবং পূর্বাঞ্চল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।সারা অসম ছাত্র সংস্থার শিবসাগর জেলা সমিতি নাজিরায় ওএনজিসি-র অসম সম্পদ দফতরের সামনে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছে। জেলার শতাধিক আসু কর্মী নাজিরায় অবস্থিত ওএনজিসি-র কার্যনির্বাহী অধিকর্তার দফতর প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় নানা স্লোগানে পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন। প্রতিবাদী ছাত্র সংস্থার নেতারা গেলেকি তেল খাদানকে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে না দেওয়ার দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র তুলে দেন ওএনজিসি-র কার্যনির্বাহী অধিকর্তার হাতে।

দাবি সংবলিত স্মারকপত্রে আসু লিখেছে, শিবসাগর জেলার অন্তর্গত গেলেকি তৈলক্ষেত্র ওএনজিসি-র অসম সম্পদের সর্বাধিক লাভজনক এবং উৎপাদনক্ষম তেল খাদান। এমতাবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি চুক্তির অধীনে মার্কিন প্রতিষ্ঠান স্লাম বার্জারকে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত কোনও অবস্থাতেই মেনে নেবে না আসু। এই তেল খাদান থেকে অসম সম্পদ সর্বমোট উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি কাঁচা তেল উৎপাদন হয়। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রালয়ের এক তথ্য দিয়ে আসু বলেছে, এই তৈলক্ষেত্র থেকে ওএনজিসি কর্তৃক বর্তমান উৎপাদিত কাঁচা তেল থেকে আরও বেশি পরিমাণের তেল উৎপাদন ছয়ের পাতায় দেখুন

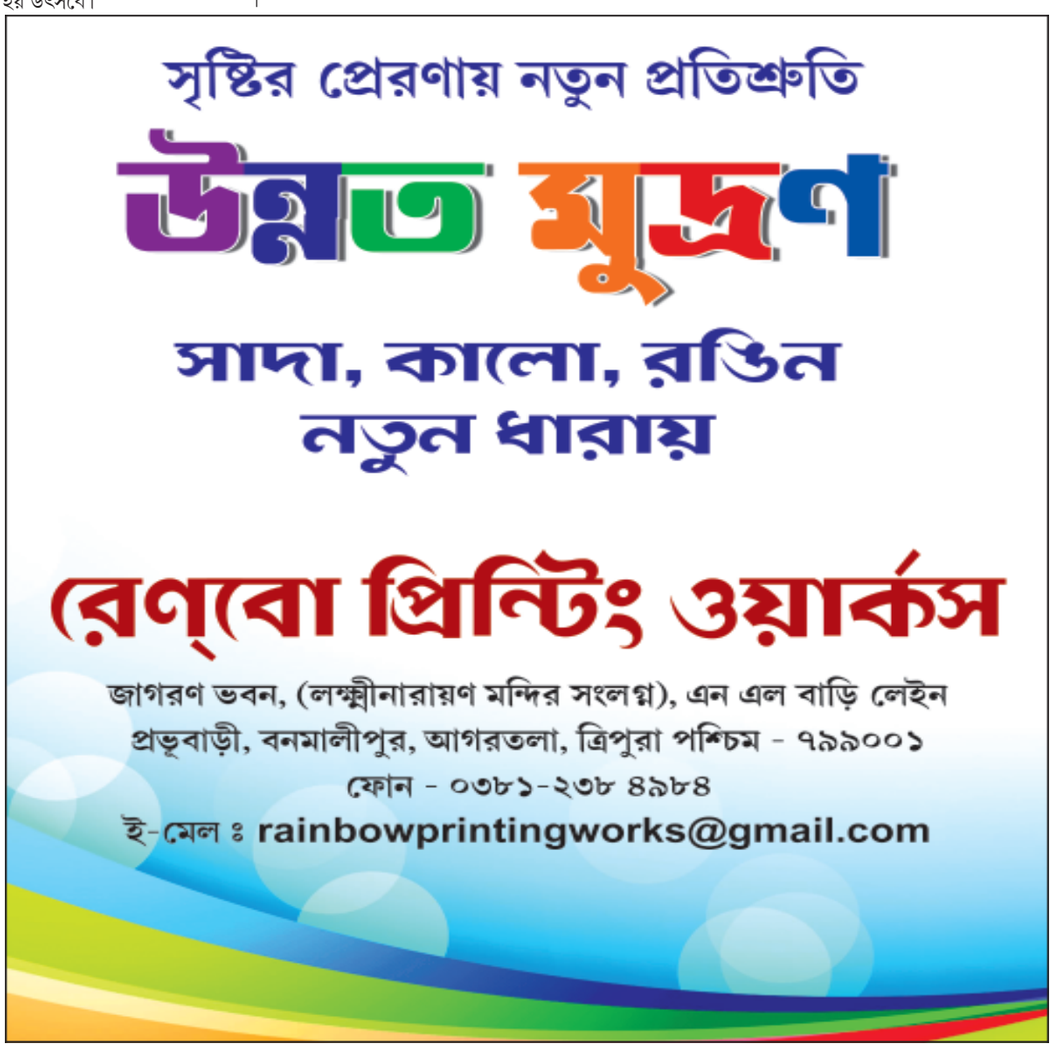

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।